শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্য-লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সম্প্রসীদতু॥ ১
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ২॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ৩॥

দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ৪॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যস্য শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞোঽপি মূর্খোঽপি জনঃ সদ্যস্তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি, স শ্রীচৈতন্যদেবো ভগবান্ মে সম্প্রসীদতু ময়ি প্রসন্নো ভবতু। ১।

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, এই পরিচ্ছেদে সে সমস্ত লীলার সূত্র বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্য (যাঁহার) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহে) অজ্ঞঃ (অজ্ঞ—মূর্খ) অপি (ও) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ—কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই) সর্ব্বজ্ঞতাং (সর্ব্বজ্ঞত্ব) ব্রজেৎ (প্রাপ্ত হয়), সঃ (সেই) ভগবান্ (ভগবান্) শ্রীচৈতন্যদেবঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) মে (আমার প্রতি) সম্প্রসীদতু (প্রসন্ন হউন)।

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞ ব্যক্তিও সদ্যঃই সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১।

সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রই। যাঁহার প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা হয়, তিনি নিতান্ত অজ্ঞ হইলেও, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন। প্রভুর কৃপাতেই তাঁহার চিত্তে সমস্ত বিদ্যা স্ফুরিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে কোনওরূপ অধ্যয়নাদি করিতে হয় না।

গ্রন্থকার শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-লীলা-বর্ণনে নিজের অযোগ্যতা আশঙ্কা করিয়া এই শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন; কারণ, প্রভুর কৃপা হইলে অজ্ঞ ব্যক্তিও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে।

শ্লো। ২-৫। অন্বয়। অন্বয়াদি আদিলীলার ১ম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে ২।১৫।১৬।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয়জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥ ১
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৩
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল ॥ ৪
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা—না যায় বর্ণন ॥ ৫
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥ ৬
সেই ভাগের ইহা সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব ॥ ৭
চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ ॥ ৮
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩-৪। **পূর্ব্বে**—আদিলীলার ১৪শ-১৭শ পরিচ্ছেদে। **যাহা বিস্তারিয়াছেন** ইত্যাদি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর আদিলীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। **অতএব**—শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি (গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী) তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করি নাই, সংক্ষেপে কেবল সূত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছি। **যে কিছু বিশেষ** ইত্যাদি—প্রভুর আদিলীলার (সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত লীলার) মধ্যে যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে (অর্থাৎ যাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই, বা মোটেই বর্ণন করেন নাই) তাহা আমি (কবিরাজ-গোস্বামী) সূত্রমধ্যেই বর্ণনা করিয়াছি।

৫। **এবে**—এক্ষণে; আদিলীলা-বর্ণনার পরে। **শেষলীলা**—প্রভুর সন্ন্যাস হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত যে সমস্ত লীলা তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নাম শেষলীলা। **মুখ্য সূত্রগণ**—মুখ্য লীলার সূত্রগণ। শেষলীলার মধ্যে প্রধান প্রধান (মুখ্য) লীলাসমূহের সূত্র (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) উল্লেখ করিব। সমস্ত লীলার বর্ণনা না দিয়া কেবল মুখ্যলীলাসমূহের উল্লেখমাত্র করিবেন কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন, "প্রভুর অশেষ লীলা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে। প্রভুর লীলা অনন্ত, বিশেষতঃ মহিমায় অনন্ত; সমস্তের বর্ণনা অসম্ভব; তাই কেবল মুখ্য লীলার কথা বলা হইবে।

৬-৭। **তার মধ্যে**—শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণের মধ্যে। **যেই ভাগ** ইত্যাদি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে অংশ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। **চৈতন্যমঙ্গল**—শ্রীচৈতন্যভাগবত। **সেই ভাগের** ইত্যাদি—আমি (গ্রন্থকার) সেই অংশের বিস্তৃত বর্ণনা না দিয়া সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করিব। **ইহাঁ**—এই গ্রন্থে। **ইঁহা যে বিশেষ** ইত্যাদি—তন্মধ্যে যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে (অর্থাৎ যাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই, বা মোটেই বর্ণনা করেন নাই) তাহাই আমি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিব।

৮-৯। **চৈতন্য-লীলার ব্যাস** ইত্যাদি—১।৮।৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তাঁর আজ্ঞায়**—শ্রীল বৃন্দাবনদাসের আদেশে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৬শ পরিচ্ছেদে শ্রীল বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদেশেই তিনি শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি লীলার সূত্রমাত্র লিখিয়াছেন, বিস্তৃত বর্ণনা দিতে পারেন নাই; তিনি আরও বলিয়াছেন—"দৈবে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে। বর্ণিবেন নানামতে অশেষ বিশেষে॥" শ্রীচৈতন্যলীলার বিস্তৃত-বর্ণনা-বিষয়ে ইহাই শ্রীল বৃন্দাবনদাসের আদেশ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অথবা, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী আবেশে বা আবির্ভাবে শ্রীল বৃন্দাবনদাসের আজ্ঞা

চব্বিশবৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহাঁ যে করিল লীলা—'আদিলীলা' নাম ॥ ১০
চব্বিশ-বৎসর-শেষে যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ১১
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ-বৎসর অবস্থান।
তাহাঁ যেই লীলা—তার 'শেষলীলা' নাম ॥ ১২
শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য' দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণবসব নামভেদ কয় ॥ ১৩
তার মধ্যে ছয়-বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ ১৪
তাহাঁ যেই লীলা—তার 'মধ্যলীলা' নাম।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা'-অভিধান ॥ ১৫
আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ ১৬
অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥ ১৭
তার মধ্যে ছয়বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাইয়া থাকিবেন। **উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ**—চর্ব্বিত বস্তুর চর্ব্বণ; এস্থলে, বর্ণিত বিষয়ের বর্ণন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস যে লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহারই বর্ণনা। এই পরিচ্ছেদের প্রথম হইতে ৯ম পয়ার পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাকে মধ্যলীলার উপক্রমণিকা বলা যাইতে পারে।

১০। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চব্বিশ বৎসর কাল প্রভু গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন; এই চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম আদিলীলা।

১১। প্রভুর বয়সের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের শেষভাগে যে মাঘ মাস ছিল, সেই মাঘ মাসের সংক্রান্তি-দিনে (অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘমাসের সংক্রান্তি-দিনে) প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন; তখন শুক্লপক্ষ ছিল। ১।৭।৩২ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায়-"শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১২। সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও প্রভু ২৪ বৎসর প্রকট ছিলেন। সন্ন্যাসের চব্বিশ বৎসরে যে লীলা তিনি করিয়াছেন, তাহাকে "শেষলীলা" বলে।

১৩। শেষলীলার দুই অংশ—মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। **লীলাভেদে**—লীলার পার্থক্য-অনুসারে। **নামভেদ**—নামের পার্থক্য। "শেষলীলার" অন্তর্গত লীলাসমূহের বিভিন্নতা-অনুসারে বৈষ্ণবগণ শেষলীলাকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগের নাম দিয়াছেন মধ্যলীলা এবং অপর ভাগের নাম দিয়াছেন অন্ত্যলীলা।

১৪-১৫। কোন্ কোন্ লীলাকে মধ্যলীলা এবং কোন্ কোন্ লীলাকে অন্ত্যলীলা বলা হয়, তাহা বলিতেছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রথম ছয় বৎসরের লীলাকে বলে মধ্যলীলা; এই ছয় বৎসরের মধ্যেই প্রভু নীলাচল (পুরী), গৌড় (বঙ্গদেশ), সেতুবন্ধ (রামেশ্বর) এবং বৃন্দাবনাদি স্থানে গমনাগমন করিয়াছিলেন, এই গমনাগমনাদি এবং তদুপলক্ষে নাম-প্রেম-বিতরণাদি ও কাশীতে সন্ন্যাসিগণের উদ্ধারাদি মধ্যলীলার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম ছয় বৎসরের পরবর্ত্তী আঠার বৎসরের লীলাকে বলে অন্ত্যলীলা; এই আঠার বৎসর প্রভু কেবল নীলাচলেই ছিলেন।

তার মধ্যে—চব্বিশ-বৎসরব্যাপি-শেষলীলার মধ্যে। **তাঁহা**—তাহাতে; উক্ত ছয়বৎসরের মধ্যে। **তার পাছে লীলা**—উক্ত ছয় বৎসরের পরবর্ত্তী সময়ের লীলা। **অন্ত্যলীলা-অভিধান**—অন্ত্যলীলা বলিয়া বিখ্যাত; **অভিধান**—নাম।

১৬। এইরূপে প্রভুর আবির্ভাব হইতে অন্তর্ধান পর্য্যন্ত তিনি যে যে লীলা করিয়াছেন, তাহাদিগকে—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আদিলীলার কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে মধ্যলীলা বর্ণিত হইতেছে।

১৭-১৮। মধ্যলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অন্ত্যলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছেন। অন্ত্যলীলাকেও আবার দুই অংশে বিভক্ত করা যায়—অন্ত্যলীলার আঠার বৎসরের প্রথম ছয় বৎসরে এক অংশ এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শেষ বার বৎসরে এক অংশ। প্রথম ছয় বৎসরকাল প্রভু (নীলাচলে থাকিয়াই) ভক্তগণের সঙ্গে নৃত্যকীর্ত্তনের ব্যপদেশে প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুদ্বারা গৌড়দেশে এবং শ্রীরূপ-সনাতনাদি দ্বারা বৃন্দাবনাদি পশ্চিমাঞ্চলস্থ স্থানসমূহে প্রেমভক্তি প্রচার করাইবার এবং শ্রীরূপসনাতনাদিদ্বারা বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বিগ্রহ-সেবাপ্রচার, বহু-বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রণয়ন করাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আর প্রতিবৎসর রথযাত্রা-উপলক্ষে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ নীলাচলে আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে চাতুর্ম্মাস্যের চারি মাস নৃত্যকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৮-৪৫ পয়ারে অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরের কথা বলা হইয়াছে। ৪৫-৭৯ পয়ারে শেষ বার বৎসরের লীলার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই বার বৎসরকাল প্রভু রাধাভাবে ভাবিত হইয়া কেবল কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন; এই সময়ে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি প্রায় ছিল না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

প্রভুর অবতারের দুইটী উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ জগতে প্রেমভক্তি-প্রচার, দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়রূপে প্রেমভক্তির আস্বাদন। প্রভুর সন্ন্যাসের চব্বিশ-বৎসরের লীলা আলোচনা করিলে বুঝা যায়—দুইটী উদ্দেশ্যই সিদ্ধির পথে ক্রমশঃ অতি দ্রুত বেগে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই (বার বৎসরের মধ্যেই) সিদ্ধির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। প্রথম ছয় বৎসর (মধ্যলীলা) প্রভু নিজে নানাস্থানে যাইয়া উপদেশাদি এবং স্বীয় আচরণের দ্বারা প্রেমভক্তি প্রচার করিয়াছেন এবং এই প্রচারের উপলক্ষ্যে নিজে ভক্তভাবে প্রেমভক্তির আস্বাদনও করিয়াছেন। দ্বিতীয় ছয় বৎসরে প্রভু কোথাও যায়েন নাই, নীলাচলে থাকিয়াই—আদেশ, উপদেশ ও আচরণের দ্বারা, অন্যত্র প্রচারক পাঠাইয়া—প্রেমভক্তি প্রচার করিয়াছেন এবং ভক্তভাবে নৃত্যকীর্ত্তনাদি-উপলক্ষ্যে তাহা নিজে আস্বাদনও করিয়াছেন। শেষ বার বৎসর—আদেশ-উপদেশাদিও বিশেষ নাই—প্রেমভক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে, ভক্তের বাহ্যানুসন্ধান—এমন কি প্রচারের বাসনা ও চেষ্টা পর্য্যন্ত কিরূপে অন্তর্হিত হইয়া যায়, প্রেমভক্তির গাঢ়তমরসের নিবিড়তম আস্বাদনে ভক্ত কিরূপ বিভোর হইয়া থাকেন—প্রেমভক্তির প্রভাবে ভক্তের মনে ও দেহে কত কত অত্যদ্ভুত বিকার আপনা-আপনি উদ্ভূত হইয়া, গজযুদ্ধে ইক্ষুবনের ন্যায় ভক্তের দেহমনকে কিভাবে বিদলিত করিয়া থাকে—প্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসরে তাহাই জীবকে দেখাইলেন এবং তদ্দ্বারাই প্রভু প্রেমভক্তির প্রতি আপামর সাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিলেন। মধ্যলীলার প্রথম ছয় বৎসর প্রভুর প্রেমভক্তির আস্বাদন—ইতস্ততঃ গমনাগমন, আদেশ, উপদেশ ও বিচারাদি দ্বারা—(লৌকিক দৃষ্টিতে) বিশেষরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় ছয় বৎসরে ইতস্ততঃ গমনাগমন না থাকায় আস্বাদনের বিঘ্ন অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই—প্রচারকদের প্রতি ও সমাগত ভক্তবৃন্দের প্রতি আদেশ-উপদেশাদি—আস্বাদনের কিছু কিছু বিঘ্ন জন্মাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শেষ দ্বাদশ বৎসর—ইতস্ততঃ গমনাগমন নাই, প্রচারকদের প্রতি আদেশ-উপদেশের হাঙ্গামা নাই—আছে কেবল প্রেমভক্তির আস্বাদনের নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ, আর নিরবচ্ছিন্ন আস্বাদন—এই সময়ে অন্তরঙ্গ ভক্তদের সহিত যে আলাপ-আচরণ, তাহাও আস্বাদনেরই বৈচিত্রীবিশেষ—এই আলাপ-আচরণ আস্বাদনীয় বিষয় হইতে মনকে অপসারিত করিত না; বরং আস্বাদনীয় রসের সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গই উত্থাপিত করিত মাত্র। এইরূপে প্রেমভক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনের মধুরতা, গাঢ়তা ও সর্ব্ববিস্মারকতা কিরূপে উৎকর্ষ লাভ করে, প্রভু স্বীয় লীলায় তাহাই দেখাইয়া গেলেন। প্রভুর এই লীলায় প্রচারকদিগের পক্ষেও শিক্ষার অনেক বিষয় আছে। মুখের কথায় ধর্ম্মপ্রচার হয় না—তাহা হয় আচরণে; কেবল বাহ্যিক আচরণেও ধর্ম্মপ্রচার হয় না—যদি ধর্ম্মের সারবস্তু প্রচারকের হৃদয়ে আবির্ভূত না হয়। যাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার দর্শনেই প্রেমভক্তির প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়—তদুদ্দেশ্যে আদর্শ-উপদেশ-বিচার-বিতর্কাদির আর প্রয়োজন হয় না।

অষ্টাদশবর্ষ—আঠার বৎসর। **স্থিতি**—অবস্থান; বাস। **তার মধ্যে**—উক্ত আঠার বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর। **প্রবর্ত্তাইল**—প্রবর্ত্তিত করিলেন; প্রচারিত করিলেন। **নৃত্যগীতরঙ্গে**—নৃত্যকীর্ত্তনরসের আস্বাদনচ্ছলে। নৃত্যকীর্ত্তনের ভঙ্গী দেখাইয়া লোকের চিত্তকে আকৃষ্ট করার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা নৃত্য-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; নিজেদের অস্বাদনের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কীর্ত্তনের

নিত্যানন্দগোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥ ১৯
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান ॥ ২০
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেঁহো লওয়াইল সংসার ॥ ২১
চৈতন্যগোসাঞি যাঁরে বোলে 'বড়ভাই'।
তেঁহো কহে—মোর প্রভু চৈতন্যগোসাঞি ॥ ২২
যদ্যপি আপনে হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান ॥ ২৩
"চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যনাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥" ২৪

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভাবে যে প্রেমতরঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারই প্রভাবে তাঁহারা নৃত্য করিয়াছিলেন; এবং এই নৃত্যকীর্ত্তনের ব্যপদেশে প্রেমভক্তির যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই প্রেমভক্তির প্রতি সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহাই "নৃত্যগীত-রঙ্গে" শব্দের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

১৯-২০। গৌড়দেশে প্রেমভক্তি-প্রচারের নিমিত্ত প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দকে আদেশ করিলেন।

গৌড়দেশে—বাঙ্গালাদেশে। **প্রেমরসে**—প্রেমভক্তিরসে। **গৌড়দেশ ভাসাইল**—বাঙ্গালাদেশবাসী সকলকে প্রেমভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। প্রেমভক্তিরসে সকলকে নিমজ্জিত করিলেন। **সহজেই**—স্বভাবতঃই, আপনা-আপনিই। **কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম**—কৃষ্ণ-প্রেমে উতালা। দাম অর্থ দড়ি, বন্ধন। উদ্দাম অর্থ যার বন্ধন নাই, কোনওরূপ সঙ্কোচ নাই, বাধাবিঘ্ন নাই, যার বিচার-বিবেচনার বিষয় কিছুই নাই। কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দের সমস্ত বাধাবিঘ্ন, সমস্ত সঙ্কোচ আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল—তিনি যেন পাগলের ন্যায় কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও বা নৃত্য করিতেন, কখনও বা কীর্ত্তন করিতেন; এইরূপ আচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে কি বলিবে, বা তাঁহার সম্বন্ধে লোকে কি মনে করিবে—এসব ভাবনা-চিন্তাই তাঁহার ছিল না। প্রেমভক্তিরসের আস্বাদনে মাতোয়ারা হইয়া তিনি আপনা হইতেই সকলকে এই অপূর্ব্ব বস্তু দান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন; এক্ষণে প্রভুর আদেশ পাইয়া তিনি যাঁহাকে-তাঁহাকে প্রেমভক্তি দান করিতে লাগিলেন। **যাঁহা তাঁহা**—যেখানে সেখানে; পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া।

২১। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর করুণার স্মৃতিতে অভিভূত হইয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী ২১-২৫ পয়ারে নিত্যানন্দের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন।

তাঁহার চরণে—শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণে।

২২-২৩। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে "বড় ভাই" বলেন—গুরু-জ্ঞানে সম্মান করেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকেই নিজের প্রভু এবং নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ "কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ১।৬।৪৯ ॥" প্রেমভক্তির প্রভাবেই গুরুপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াও শ্রীমন্নিত্যানন্দ নিজেকে মহাপ্রভুর দাস বলিয়া মনে করিতেন। **প্রভু বলরাম**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ দ্বাপর-লীলায় ছিলেন বলদেব, শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই, গুরুপর্য্যায়ভুক্ত। **তথাপি**—বড় ভাই হইয়াও। **দাস-অভিমান**—নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া অভিমান করেন, (মনে করেন)।

২৪। নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ স্বীয়-প্রভু-শ্রীচৈতন্যের ভজনের নিমিত্ত সকলকে উপদেশ করিতেন। এই পয়ার জীবের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি। **চৈতন্য সেব**—শ্রীচৈতন্যের সেবা কর। **চৈতন্যে গাও**—শ্রীচৈতন্যের নামগুণ কীর্ত্তন কর। **লও চৈতন্য নাম**—শ্রীচৈতন্যের নাম জপ কর। **চৈতন্যে যে** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন—"যে শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভক্তি করে, সে আমার প্রাণতুল্য প্রিয়।" ইহাও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের প্রীতির পরিচায়ক।

শ্রীচৈতন্য-ভজনের উপদেশ দ্বারা শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অনাবশ্যকতা প্রকাশ করিতেছেন না;

এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল।
দীন-হীন-নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল ॥ ২৫
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥ ২৬
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥ ২৭
নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থসার।
মূঢ়াধমজনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার ॥ ২৮
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সর্ব্বশাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিলা প্রচার ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীতিজনক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনও শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের অঙ্গীভূত। শ্রীনিত্যানন্দ নিজেও "কৃষ্ণ-প্রেমোদ্দাম"। শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীগৌরাঙ্গে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; কৃষ্ণপ্রেমে এবং গৌর-প্রেমেও স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; গৌর-প্রেম কৃষ্ণ-প্রেমেরই বৈচিত্রী-বিশেষ; অথবা, কৃষ্ণপ্রেম গৌরপ্রেমেরই বৈচিত্রীবিশেষ। গৌর-ভজনের সহিত শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে গৌর ও কৃষ্ণ—উভয় স্বরূপের সেবাই পাওয়া যায় এবং উভয় স্বরূপের সেবা-মাধুর্য্যই আস্বাদন করা যায়।

২৫। দীন—দরিদ্র, গরীব; অথবা বৃথা-অভিমান-পোষণকারী ভক্তিহীন ব্যক্তি। "অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়।" **হীন**—নীচ; সমাজের নিম্ন স্তরে অবস্থিত লোক। অথবা হীনপ্রকৃতির লোক। **নিন্দক**—নিন্দাকারী; অবজ্ঞাকারী।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ চৈতন্যভক্তি লওয়াইয়া আপামর-সাধারণ সকলকেই উদ্ধার করিলেন।

২৬-২৭। এক্ষণে রূপসনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার কথা বলিতেছেন।

ব্রজে—ব্রজমণ্ডলে। **রূপ-সনাতন**—শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী ও শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী। **দুই ভাই**—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন; ইঁহারা ছিলেন দুই সহোদর। লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার এবং ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারের নিমিত্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভু রূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন।

মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা ইত্যাদি—শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবা এবং শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রচার করিলেন, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া।

২৮-২৯। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে প্রাচীন-শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সেই সমস্ত শাস্ত্র হইতে ভক্তি-প্রতিপাদক প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ রূপ ও শ্রীপাদ সনাতন বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থে অন্যান্য শাস্ত্রের উক্তি-সমূহের সমালোচনা ও বিচার করিয়া তাঁহারা ব্রজের নিগূঢ়-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ভক্তিগ্রন্থসার—ভক্তিপাদক গ্রন্থ-সমূহের সার; ভক্তির বিভিন্ন-বৈচিত্রীর মধ্যে ব্রজের প্রেমভক্তিই শ্রেষ্ঠ বা সার; তাই ভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহের মধ্যেও ব্রজের প্রেমভক্তি-প্রতিপাদক গ্রন্থসমূহই শ্রেষ্ঠ বা সার। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎসমস্ত প্রেমভক্তির প্রতিপাদক বলিয়া ভক্তিগ্রন্থ-সমূহের মধ্যে সারতুল্য বা শ্রেষ্ঠ। অথবা **ভক্তিগ্রন্থসার**—সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সারতুল্য ভক্তিগ্রন্থ। শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে ভগবত্তত্ত্ব এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বা সাধনাদির কথা বিবৃত আছে; যে গ্রন্থের উপদিষ্ট পন্থায় ভগবন্মাধুর্য্যের যত বেশী উপলব্ধি হইতে পারে, সেই গ্রন্থের মূল্যও তত বেশী। একমাত্র প্রেমভক্তি-দ্বারাই পূর্ণতম-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের পূর্ণতম মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করা যাইতে পারে; সুতরাং প্রেমভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রই হইল সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সমস্ত শাস্ত্রের সার। শ্রীরূপ-সনাতন প্রেমভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রণীত ভক্তিগ্রন্থ হইল সমস্ত শাস্ত্রের সার। **মূঢ়াধমজনেরে**—মূঢ় (মূর্খ) এবং অধম (নীচ, হীন) লোকদিগকে। **তেঁহো**—রূপ-সনাতন। তাঁহারা কৃপা করিয়া মূর্খ এবং অধম লোকদিগকেও প্রেমভক্তি দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। **প্রভু-আজ্ঞায়**—মহাপ্রভুর আদেশে। **সর্ব্বশাস্ত্রের বিচার**—সমস্ত শাস্ত্রের বিচারমূলক আলোচনা। **নিগূঢ়**—অত্যন্ত গোপনীয়। বহুমূল্য মাণিক্যাদি যেমন লোকে খুব গোপনে রাখে, পূর্ণতম ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পূর্ণতম মাধুর্য্যের আস্বাদন-প্রতিপাদক প্রেমভক্তিও

হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত।
দশমটিপ্পনী, আর দশমচরিত ॥ ৩০
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করে গণন? ৩১
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষগ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাসবর্ণন ॥ ৩২
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব ॥ ৩৩
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশলীলাচ্ছন্দ, আর পদ্যাবলী ॥ ৩৪
গোবিন্দবিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য, আর নাটক-বর্ণন ॥ ৩৫
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন?।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস-বর্ণন ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্যান্য শাস্ত্রে অতি সংগোপনে—সাধারণের অলক্ষিতভাবে—রক্ষিত হইয়াছিল; শ্রীপাদরূপসনাতনই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে তাহার আলোচনা করিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রেমভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিলেন।

৩০-৩১। প্রেমভক্তিপ্রচারের উদ্দেশ্যে গোস্বামিগণ কি কি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন, ৩০-৩৯ পয়ারে। তন্মধ্যে ৩০ পয়ারে সনাতন-গোস্বামীর প্রণীত গ্রন্থের কথা বলিতেছেন। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, ভাগবতামৃত, দশম টিপ্পনী ও দশম চরিত—এই কয়খানাই শ্রীপাদ সনাতনের প্রধান গ্রন্থ।

হরিভক্তিবিলাস—ইহা বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ। **ভাগবতামৃত**—বৃহদ্ভাগবতামৃত; এই গ্রন্থে গোপ-কুমারের উপাখ্যান-প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাধন-পন্থার লক্ষ্যস্থানীয় বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের ধামাদির বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়া ব্রজধামের ও ব্রজভাবের পরম-মহনীয়তা প্রকটিত করা হইয়াছে। **দশম টিপ্পনী**—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকা, বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী টীকা। **দশম-চরিত**—শ্রীমদ্ ভাগবতের দশমস্কন্ধোক্ত লীলা অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের নাম দশম-চরিত।

৩২। এক্ষণে শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থের কথা বলিতেছেন। তিনি যে কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; এস্থলে কেবল তাঁহার রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থ সমূহের নামোল্লেখ করা হইতেছে, ৩৩-৩৬ পয়ারে। **লক্ষ গ্রন্থ**—একলক্ষ গ্রন্থ; তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অনুষ্টুপ ছন্দের অক্ষর-গণনায় তৎসমস্তে একলক্ষ শ্লোক হইবে। **ব্রজবিলাস বর্ণন**—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী লক্ষ গ্রন্থ (লক্ষ শ্লোক) রচনা করিয়াছেন।

৩৩-৩৬। রসামৃত সিন্ধু—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। **বিদগ্ধমাধব**—ব্রজলীলাত্মক-নাটক-গ্রন্থবিশেষ। **উজ্জ্বল নীলমণি**—ব্রজপ্রেমের বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ। **ললিত মাধব**—পুরলীলা বর্ণনাত্মক নাটক-গ্রন্থ বিশেষ। **দানকেলি-কৌমুদী**—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা বর্ণনাত্মক গ্রন্থ। **স্তবাবলী**—স্তোত্রাত্মক গ্রন্থ। **অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ**—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের আঠারটী লীলা বর্ণিত আছে। **পদ্যাবলী**—ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলা বর্ণিত আছে, অন্যান্য বিষয়ও আছে; ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ। **গোবিন্দবিরুদাবলী**—শ্রীগোবিন্দের গুণোৎকর্ষ-বর্ণনাময় কাব্যবিশেষ; ইহাও শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর রচিত। **তাহার লক্ষণ**—বিরুদাবলীর লক্ষণ। গুণোৎকর্ষাদি-বর্ণনাময় কাব্যকে বিরুদ বলে; স্তবমাত্রেই গুণোৎকর্ষাদির বর্ণনা থাকে; সুতরাং বিরুদও একপ্রকার স্তোত্র; বিশেষত্ব এই যে, বিরুদাবলীতে শব্দাড়ম্বর বেশী থাকে (শব্দাড়ম্বরসংবদ্ধা কর্ত্তব্যা বিরুদাবলী), শ্লোকের ছন্দাদি বিষয়েও বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয়। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিরুদাবলীর লক্ষণ বর্ণনা করিয়াও এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। **মথুরা-মাহাত্ম্য**—মথুরার মাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক গ্রন্থ, শ্রীরূপগোস্বামিরচিত। **নাটক-বর্ণন**—নাটক-চন্দ্রিকা-নামক গ্রন্থ। **লঘুভাগবতামৃত**—এই গ্রন্থে ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপাদির এবং বিভিন্ন স্বরূপের ধামাদির বর্ণনা আছে। **সর্ব্বত্র করিল** ইত্যাদি—সকল গ্রন্থেই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই ॥ ৩৭
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাইয়াছেন পার ॥ ৩৮
গোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর ॥ ৩৯
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠীসহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৪০
প্রথম-বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি-গমন ॥ ৪১
রথযাত্রা দেখি তাহাঁ রহিলা চারিমাস।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭। শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও ব্রজে বাস করিয়া শ্রীপাদরূপ-সনাতনের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; রূপ-সনাতনের প্রতি ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে প্রভুর যে আদেশ ছিল, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর রচিত গ্রন্থেই যেন সেই আদেশপালনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে; তাই বোধ হয়, শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের গ্রন্থোল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীজীবের গ্রন্থাদির উল্লেখও এস্থলে করা হইয়াছে। **ভ্রাতুষ্পুত্র**—শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের এক ভাইয়ের নাম ছিল বল্লভ, অপর নাম অনুপম। এই অনুপমের পুত্রই শ্রীজীব।

৩৮। **শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ**—শ্রীজীবকৃত এক গ্রন্থের নাম; ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত—তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ; এজন্য এই গ্রন্থকে ষট্‌সন্দর্ভও বলে। ইহাতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের তত্ত্বালোচনাপূর্ব্বক ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, ব্রজধামের পরম-মহনীয়তা, ভক্তির অভিধেয়তা এবং প্রেমভক্তির পরমসাধ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। **পার**—সীমা।

৩৯। **গোপাল-চম্পূ**—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত অপর এক গ্রন্থ। ইহাও দুই খণ্ডে বিভক্ত—পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তর চম্পূ; এই গ্রন্থে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলা বর্ণিত হইয়াছে এবং অপ্রকটব্রজে স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ নামক পক্ষিদ্বয়ের মুখে প্রকট-লীলাও বর্ণিত হইয়াছে। **মহাশূর**—এই গ্রন্থ আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ এবং অপ্রকট-লীলাসম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-প্রমাণস্থানীয় বলিয়াই বোধ হয় ইহাকে (গোপালচম্পূকে) "গ্রন্থ মহাশূর" বলা হইয়াছে। শূর অর্থ বীর—যিনি সমস্ত বিরুদ্ধ পক্ষকে পরাজিত করিয়া এবং স্বপক্ষের ও বিপক্ষের বীরগণের শ্রদ্ধাসম্মান আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ক্ষমতার সমুজ্জ্বলতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই মহাবীর বা মহাশূর। গোপালচম্পূকে মহাশূর বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—গোপালচম্পূর সিদ্ধান্ত সমস্ত বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তকে সম্যক্‌রূপে পরাজিত করিতে এবং প্রতিকূল ও অনুকূল মতাবলম্বী সকলেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ। **নিত্যলীলা**—অপ্রকট ব্রজের লীলা। প্রকট ও অপ্রকট উভয়লীলাই সর্ব্বাংশে নিত্য হইলেও প্রকট লীলার সঙ্গে অনিত্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সংশ্রব আছে—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ইহা প্রকটিত হইয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে ইহা নিত্য প্রকটিত থাকে না, সকল ব্রহ্মাণ্ডেও যুগপৎ প্রকটিত থাকে না (২।২০।৩১৫-৩০ দ্রষ্টব্য)। অপ্রকট লীলার সঙ্গে অনিত্য বস্তুর এরূপ কোনও সংশ্রব নাই। এজন্যই বোধ হয় কখনও কখনও অপ্রকটলীলাকে নিত্যলীলা নামে অভিহিত করা হয়। **নিত্যলীলা-স্থাপন**—প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক অপ্রকট ব্রজলীলা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন। **যাহে**—যে গোপালচম্পূ-গ্রন্থে। **ব্রজরসপূর**—ব্রজরসের সমুদ্রতুল্য (গোপালচম্পূ)। অথবা, ব্রজরসে পরিপূর্ণ।

৪০। **গোষ্ঠি সহিতে**—বংশস্থ সকলের সহিত। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব এই তিন জনই ব্রজে বাস বরিয়া ভক্তিগ্রন্থাদি প্রচার করিয়াছিলেন।

৪১-৪২। শেষ আঠার বৎসরের প্রতি বৎসরেই যে গৌড়ীয়-ভক্তগণ রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—সর্ব্বপ্রথমে যে বৎসর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রমুখ গৌড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করেন, সেই বৎসরেই তাঁহাদের নীলাচল

বিদায়-সময়ে প্রভু কহিলা সভারে—।
প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥ ৪৩
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৪৪
বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি ।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা ।

হইতে চলিয়া আসার সময়ে প্রভু তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন—তাঁহারা যেন প্রতিবৎসর রথযাত্রা-কালে নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। আপনা-আপনিই তাঁহারা প্রভুর সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত; তদুপরি প্রভুর শ্রীমুখে উক্তরূপ আদেশ পাইয়া তাঁহারা যে প্রতিবৎসরেই—সুতরাং উক্ত আঠার বৎসরের প্রথম ছয় বৎসরের প্রতি বৎসরেও—নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ২।৪।৪৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসেই প্রভু নীলাচলে আসেন এবং তাহার পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসেই প্রভু দাক্ষিণাত্যে গমন করেন (২।৭।৩-৫)। দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিতে প্রভুর দুইবৎসর সময় লাগিয়াছিল (২।১৬।৮৩)। প্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসার সংবাদ পাইয়া রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে নীলাচলে আসেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী (১৪৩২ শকের আষাঢ় মাসের) রথযাত্রায় প্রভু নীলাচলে ছিলেন না বলিয়া সেইবৎসর গৌড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে আসেন নাই; দুই বৎসর পরে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রভুর ফিরিয়া আসার পরেই—সম্ভবতঃ ১৪৩৪ শকের আষাঢ় মাসের রথযাত্রাতেই—গৌড়ীয়-ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে নীলাচলে আসেন।

প্রথমবৎসরে—প্রভুর দর্শনের জন্য গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ সর্ব্বপ্রথমে যে বৎসর নীলাচল গমন করেন, সেই বৎসরে। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসার প্রথম বৎসরে; ১৪৩৪ শকের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে। সন্ন্যাসের প্রথমবৎসরে নহে; কারণ, সেই বৎসরের রথযাত্রার সময়ে প্রভু নীলাচলে ছিলেন না, সেই বৎসরের বৈশাখেই প্রভু দক্ষিণ গমন করেন। **অদ্বৈতাদি ভক্তগণ**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি গৌড়ীয়-ভক্তগণ। **কৈল**—করিলেন। **নীলাদ্রি**—নীলাচলে; শ্রীক্ষেত্রে। **চারিমাস**—রথযাত্রার পরেও চারিমাস; উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্যব্রতকাল। গৌড়ীয়-ভক্তগণ রথযাত্রা-উপলক্ষ্যেই নীলাচলে যাইতেন।

৪৩-৪৪। প্রত্যব্দ—প্রতিবৎসরে। **গুণ্ডিচা**—রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা রথে আরোহণ করিয়া অশ্বমেধ-বেদীতে গমনপূর্ব্বক এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। এই এক সপ্তাহ যেখানে থাকেন, তাহাকে গুণ্ডিচা-মন্দির বলে এবং এই মন্দিরে যাওয়ার জন্য যে যাত্রা করা হয়, তাহাকে গুণ্ডিচা-যাত্রা বলে। মহাপ্রভু প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে ভক্তগণকে লইয়া গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনা করিতেন। কথিত আছে, ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজার মহিষীর নাম গুণ্ডিচা ছিল; তাঁহার নাম অনুসারেই গুণ্ডিচাযাত্রা নাম হইয়াছে।

প্রভুরে মিলিয়া—প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া (সাক্ষাৎ করিয়া)।

৪৫। বিংশতি বৎসর—কুড়ি বৎসর। মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় ভক্তগণ বিশ বৎসরমাত্র রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, চারি বৎসর যান নাই। যে চারি বৎসর তাঁহাদের যাওয়া হয় নাই, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সেই চারি বৎসরের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যে দুইবৎসর প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে ছিলেন, সেই দুইবৎসর—১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে—ভক্তগণ নীলাচলে যান নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪১-৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৪৩৬ শকে প্রভু গৌড়দেশে আসেন; ১৪৩৭ শকের রথযাত্রা সম্পর্কে প্রভু নিজেই গৌড়ীয়-ভক্তদের বলিয়াছেন—"এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন ॥ ২।১৬।২৪৫ ॥" সেবারও তাঁহারা নীলাচলে যান নাই। আর অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৬-৪২ পয়ার হইতে জানা যায়, সেন-শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর ॥ ৪৬
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥ ৪৭
যেকালে করেন জগন্নাথ-দরশন।
মনে ভাবে—কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

দ্বারা প্রভু একবার গৌড়ীয়-ভক্তদের বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন সে বৎসর কেহ নীলাচলে না আসেন। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর অন্ত্যলীলার আঠার বৎসরের মধ্যেও একবৎসর তাঁহারা নীলাচলে যান নাই। এইরূপে দেখা গেল—মোট চারি বৎসর তাঁহাদের নীলাচলে যাওয়া হয় নাই।

কোনও কোনও গ্রন্থে আবার "বিংশতি"-স্থানে "চতুর্ব্বিংশতি" এবং কোনও কোনও গ্রন্থে আবার "দ্বাদশ"-পাঠও দৃষ্ট হয়। উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, এই দুইটী পাঠের কোনটীই সঙ্গত নহে।

অন্যোন্যে—পরস্পরে। **দোঁহার**—মহাপ্রভুর ও ভক্তবৃন্দের। **দোঁহা বিনা**—প্রভু ও ভক্ত ব্যতীত; প্রভু ব্যতীত ভক্তের এবং ভক্ত ব্যতীত প্রভুর। **নাহি স্থিতি**—স্থিতি নাই, অবস্থান নাই। প্রভুকে ছাড়িয়া ভক্তগণ থাকিতে পারেন না, আবার ভক্তগণকে ছাড়িয়াও প্রভু থাকিতে পারেন না; তাই যখনই প্রভু নীলাচলে থাকিতেন, তখনই ভক্তগণ আসিয়া রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মিলিত হইতেন।

অথবা, যদিও লৌকিক দৃষ্টিতে মাত্র বিশবার গৌড়ীয়-ভক্তগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করিয়াছেন (অপ্রকটলীলায়; যেহেতু, তাঁহারা প্রভুর নিত্যপার্ষদ; তাই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া প্রভু থাকিতে পারেন না, প্রভুকে ছাড়িয়াও তাঁহারা থাকিতে পারেন না)।

অথবা, প্রভু ভক্তগতপ্রাণ বলিয়া এবং ভক্তগণও প্রভুগতপ্রাণ বলিয়া বাহ্যতঃ তাঁহারা পরস্পর হইতে দূরে থাকিলেও অন্তরে তাঁহারা এক সঙ্গেই থাকিতেন—ভক্তগণও চিন্তা করিতেন তাঁহারা যেন প্রভুর সঙ্গেই আছেন; আবার প্রভুও চিন্তা করিতেন তিনি যেন ভক্তগণের সঙ্গেই আছেন। তাই বলা হইয়াছে—অন্যোন্যে দোঁহার ইত্যাদি।

৪১-৪৫ পয়ারে যাহা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শেষ আঠার বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসরের প্রতিবর্ষেও গৌড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন।

৪৬-৪৭। শেষ আঠার বৎসরের মধ্যে-১৮-৪৫ পয়ারে প্রথম ছয় বৎসরের কথা বলিয়া এক্ষণে অবশিষ্ট বার বৎসরের কথা বলিতেছেন। এই বার বৎসর প্রভুর প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে তাঁহার বিরহে শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল, সেই অবস্থার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু দিবারাত্রই কৃষ্ণবিরহ-জনিত ভাবের তীব্রতায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া—কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও নাচিতেন, আবার কখনও বা গান করিতেন।

নিরন্তর রাত্রিদিন—দিবা ও রাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে। **বিরহ-উন্মাদে**—কৃষ্ণবিরহ-জনিত উন্মত্ততায়; দিব্যোন্মাদে। **হাসে কাঁদে** ইত্যাদি—এ সমস্ত দিব্যোন্মাদের লক্ষণ। **পরম-বিষাদে**—অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া।

৪৮। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮২তম অধ্যায় হইতে জানা যায়, এক সময়ে সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ রামহ্রদে স্নানতর্পণাদির উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন; দ্বারকা হইতে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজ হইতে নন্দ-যশোদাদি এবং শ্রীরাধাপ্রমুখ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণও তদুপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। এইরূপে, ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় যাওয়ার পরে এই কুরুক্ষেত্রেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সহিত শ্রীরাধিকাদির মিলন হইয়াছিল। সেস্থানে—শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল—শেষ বার বৎসর জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া শ্রীজগন্নাথের দর্শন পাইলেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মনে সেইভাব উদিত হইত। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন, নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন; তিনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন ॥ ৪৯

তথাহি পদম্—

"সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥" ৫০

এই ধুয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয়প্রহর।
কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই—এ ভাব অন্তর ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং তিনি যে নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন—একথা তাঁহার মনে উদিত হইত না; সুতরাং শ্রীমন্দিরে যাইয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেও জগন্নাথকে জগন্নাথ বলিয়া তিনি মনে করিতে পারিতেন না—মনে মনে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতেন বলিয়া শ্রীজগন্নাথকেও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করিতেন; কিন্তু শ্রীজগন্নাথের পোষাক-পরিচ্ছদাদি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পোষাক-পরিচ্ছদাদির অনুরূপ ছিল না বলিয়া, পরিদৃষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদাদিতে একটু ঐশ্বর্য্যের ভাব মিশ্রিত থাকিত বলিয়া—তিনি মনে করিতেন, মথুরার পোষাক-পরিচ্ছদাদির সহিত মথুরা হইতে আগত কৃষ্ণকেই তিনি দর্শন করিতেছেন; কিন্তু এইরূপ দর্শন একমাত্র কুরুক্ষেত্রেই হইয়াছিল বলিয়া শ্রীরাধার ভাবে তিনি মনে করিতেন—কুরুক্ষেত্রেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন।

৪৯। কেবল শ্রীমন্দিরে নয়, রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথ যখন রথে আরোহণ করিতেন, রথের সম্মুখে থাকিয়া রথস্থিত জগন্নাথকে দেখিয়াও রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিতেন—কুরুক্ষেত্রেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া মাথুর-বিরহক্লিষ্টা শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেইভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু রথের সম্মুখভাগে নৃত্য করিতে করিতে—"সেই ত পরাণনাথ পাইনু। যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥" —এই পদ কীর্ত্তন করিতেন।

রথযাত্রায়—শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রাকালে। **আগে**—রথের অগ্রভাগে বা সম্মুখে। **তাঁহা**—সেই স্থানে; রথের সম্মুখভাগে, নৃত্যসময়ে। **এই পদমাত্র**—নিম্নোদ্ধৃত "সেই ত পরাণনাথ" ইত্যাদি পদমাত্র, অন্য কোনও পদ নহে।

৫০। পরাণ-নাথ—প্রাণনাথ; প্রাণবল্লভ, শ্রীকৃষ্ণ। **পাইনু**—পাইলাম। **যাহা লাগি**—যাঁহার জন্যে; যাঁহার বিরহে। **মদন**—কাম, কন্দর্প। **দহনে**—অগ্নিতে। **মদন-দহনে**—কামরূপ অগ্নিতে; কন্দর্পাগ্নিতে। **ঝুরি গেনু**—পুড়িয়া গেলাম; দগ্ধ হইলাম। **সেইত পরাণনাথ** ইত্যাদি—যাঁহার বিরহে এতকাল কন্দর্পাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, সেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলাম।

মদন-দহন বা কামাগ্নি অর্থ এস্থলে প্রাকৃত কামানল বা প্রাকৃত কামজ্বালা নহে। কারণ, শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ অপ্রাকৃত চিন্ময় শুদ্ধসত্ত্বময় দেহবিশিষ্টা; প্রাকৃত কাম তাঁহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। তবে শ্রীকৃষ্ণের সুখের উদ্দেশ্যে কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের যে বলবতী উৎকণ্ঠা ছিল, তাহার বাহ্যলক্ষণ অনেক পরিমাণে প্রাকৃত কামের লক্ষণের অনুরূপ ছিল বলিয়া গোপীদের সেই উৎকণ্ঠাময় প্রেমকে কখনও কখনও কাম বলা হইত। "সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥ ২।৮।১৭৪॥ প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্॥ ভ. র. সি. পূ. ২।১৪৩॥" যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের মাথুর-বিরহকালে তাঁহার সহিত কান্তাভাবে মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধিকার বলবতী উৎকণ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাভাবে—ক্রমশঃ অধিকতর তীব্রতা ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকে যেন জ্বলন্ত-অগ্নিবৎ দগ্ধ করিতেছিল; তাই দীর্ঘবিরহের পরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি ভাবিলেন—"যাহার বিরহানলে এতকাল দগ্ধ হইতেছিলাম, এখন সেই প্রাণবল্লভের সহিত মিলিত হইলাম।" রথাগ্রে নর্ত্তনকালে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মনেও ঐ ভাব উদিত হওয়ায় তিনি "সেইত পরাণনাথ ইত্যাদি" পদকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৫১। রথের অগ্রভাগে দুই প্রহর পর্য্যন্ত "সেইত পরাণনাথ ইত্যাদি"—পদকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন এবং রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি মনে করিতেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্র হইতে ব্রজে লইয়া যাইতেছি।"

এইভাবে নৃত্যমধ্যে পঢ়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহো নাহি বুঝে লোক ॥ ৫২

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪)—সাহিত্য-দর্পণে (১।১০)
—পদ্যাবল্যাং (৩৮৬)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৬॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যঃ কৌমারেতি। হে সখি ইত্যহং যো নায়কঃ মম প্রাণনাথঃ কৌমারহরঃ কৌমারাবস্থায়াং সম্ভোগেচ্ছোৎপাদনেন মন্মানসং চোরিতবান্ ব্রীয়তে স্বয়মঙ্গীক্রিয়তে ইতি বরঃ পরমরসিকতয়া প্রিয়ত্বেন স্বীকারঃ হি নিশ্চিতং স এব নবযৌবননায়কঃ অগ্রে ভবত্যেব তা এব চৈত্রক্ষপাঃ সন্তি বসন্তরজন্যো ভবন্তি পূর্ব্ববন্নতু গ্রীষ্মরাত্রয়ঃ পুনস্তে উন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ উন্মীলিতাঃ বিকসিতাঃ যাঃ মালত্যস্তাভিঃ শোভনগন্ধাঃ পূর্ব্ববৎ বহন্তি ন তু দুর্গন্ধয়ঃ তে প্রৌঢ়াঃ পরমসুখদাঃ কদম্বানিলাঃ কদম্বাকারাঃ বায়বো বহন্তি ন তু ঝঞ্ঝাবৎ বায়বঃ। পুনঃ সা নবযৌবনা অহমেব স্যাং ন তু বয়োঽধিকা। হে সখি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ শৃঙ্গারকৌশলক্রীড়াবিষয়ে তত্র রেবারোধসি রেবা নাম নদী তস্যাস্তীরকাননে তত্র বেতসী বানীরলতা তয়াচ্ছাদিতে তমালমূলে নিকুঞ্জে চেতো মম মনঃ সমুৎকণ্ঠতে। ইতি শ্লোকমালা। ৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫২। এক শ্লোক—পরবর্ত্তী "যঃ কৌমারহরঃ ইত্যাদি" শ্লোক। **কেহো নাহি বুঝে লোক**—(স্বরূপ দামোদর ব্যতীত অপর) কেহই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিত না।

শ্লো। ৬। অন্বয়। যঃ (যিনি) কৌমারহরঃ (কুমারিকাবস্থা নষ্টকারী), স এব হি (তিনিই নিশ্চিত) বরঃ (বর—পতি) ; তা এব (সেই রূপই) চৈত্রক্ষপাঃ (চৈত্র-রজনী), উন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ (বিকসিতমালতী-কুসুমের সুগন্ধবহনকারী) প্রৌঢ়াঃ (পরমসুখদ বা মন্দগতি) তে চ (সেইরূপই) কদম্বানিলাঃ (কদম্ববন-বায়ু), সা চ (এবং সেই আমিও) অস্মি (আছি), তথাপি (তথাপি) তত্র (সেই) রেবারোধসি (রেবানদীতীরস্থিত) বেতসীতরুতলে (বেতসীতরুতলে) সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ (সুরত-ব্যাপার-লীলাবিষয়ে) চেতঃ (আমার মন) সমুৎকণ্ঠতে (উৎকণ্ঠিত হইতেছে)।

অনুবাদ। কোনও নায়িকা তাঁহার সখীকে বলিতেছেন ঃ—যিনি কৌমারহর, এক্ষণে তিনিই আমার বর অর্থাৎ তিনিই বিবাহ করিয়া আমাকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। (তাঁহার সহিত প্রথম-মিলন-সময়ে যে চৈত্রমাসের রাত্রি ছিল, এখনও) সেই চৈত্রমাসের রাত্রিই (উপস্থিত), (প্রথম-মিলন-সময়ের ন্যায় এক্ষণেও) প্রস্ফুটিত-মালতীকুসুমের সুগন্ধ বহন করিয়া কদম্ববনের ভিতর দিয়া সেইরূপ মন্দ মন্দ বায়ুই প্রবাহিত হইতেছে, সেই আমিও বিদ্যমান ; তথাপি কিন্তু সেই রেবানদীর তীরস্থিত বেতসীতরুতলে সুরত-কৌশল-ময়-ক্রীড়ার নিমিত্তই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। ৬।

কোনও নায়িকা যখন অবিবাহিতা কুমারী ছিলেন, তখন কোনও নায়ক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রেবানদীর তীরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহাদের মিলন-সময়ে শীতও ছিল না, গ্রীষ্মও ছিল না—ছিল চৈত্রমাসের পরম-রমণীয় বসন্ত-রজনী ; তাহাদের মিলন-স্থানের অদূরে ছিল কদম্ববন এবং তাহারই নিকটস্থ উপবনে মালতীকুসুম-সমূহ প্রস্ফুটিত থাকিয়া সৌরভ বিতরণ করিতেছিল ; প্রস্ফুটিত-মালতী-কুসুমের সুগন্ধ বহন করিয়া পরম-সুখদ মন্দ-সমীরণ কদম্ববনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া নায়ক-নায়িকাকে উৎফুল্ল করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় রেবাতীরস্থ বেতসী-তরুতলে পরস্পরের রূপগুণ-মুগ্ধ নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছিল ; তদবস্থায় মুগ্ধনায়ক নানাবিধ কৌশলদ্বারা মুগ্ধা নায়িকার মনে সম্ভোগেচ্ছা উৎপাদন করিয়া তাহার চিত্তহরণ করিয়াছিল (কুমারিকাবস্থায় চিত্তে সম্ভোগেচ্ছার উদয় হওয়াতেই তাহার কৌমার্য্য নষ্ট হইল)। পরে সেই নায়কের সহিতই সেই নায়িকার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিবাহ হয়। বিবাহের পরে রেবাতীরবর্ত্তী বেতসীতরুমূলে প্রথম-মিলন সময়ের ন্যায় চৈত্রমাসের বসন্ত-রজনী সমাগত হইলে এবং সেইরূপই বিকসিত মালতী-কুসুমের সৌরভবাহী মন্দসমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকিলে সেই নায়িকার চিত্তে তাহাদের প্রথম-মিলনের সুখময়ী স্মৃতি উদিত হইয়া সেই রেবাতীরস্থ বেতসীতরুমূলে তাহার প্রাণবল্লভের সহিত পুনর্ম্মিলনের নিমিত্ত তাহার চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দিল। তখন সেই নায়িকা তাহার কোনও অন্তরঙ্গা সখীকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

কৌমারহরঃ—কৌমারের (কুমারিকাবস্থার) হর (হরণকারী), কুমারিকা-অবস্থাকে নষ্ট করিয়াছেন যিনি; কুমারিকা-অবস্থায় সম্ভোগেচ্ছা থাকা স্বাভাবিক নহে; যখনই চিত্তে সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয়, তখনই মনে করিতে হইবে যে, কুমারিকা-অবস্থা দূরীভূত (নষ্ট) হইয়াছে—যৌবনের সূচনা হইয়াছে। এস্থলে, নানাবিধ হাব-ভাব বা বাক্‌চাতুরীদ্বারা কুমারী (অবিবাহিতা) নায়িকার চিত্তে যিনি সম্ভোগেচ্ছা উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাকেই "কৌমারহর" বলা হইয়াছে। সম্ভোগদ্বারা যিনি কোনও নায়িকার কৌমার্য্য নষ্ট করেন, তাঁহাকেও কৌমারহর বলা যায়; কিন্তু এই শ্লোকে বোধ হয় এইরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে; কারণ, বিবাহের পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ উপনায়ক-নিষ্ঠত্ববশতঃ রসাভাসদুষ্ট—সুতরাং শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইবে। **বরঃ**—বিবাহানুষ্ঠানদ্বারা যিনি পত্নীত্বে বরণ করেন; পতি। **চৈত্রক্ষপাঃ**—চৈত্রমাসের ক্ষপা (রাত্রি) সমূহ; যখন শীতও নাই, গ্রীষ্মও নাই, এরূপ পরম-রমণীয় বসন্ত-রজনী। **উন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ**—উন্মীলিত (বিকসিত) মালতীকুসুমদ্বারা সুরভি (সুগন্ধযুক্ত যে কদম্বানিল); প্রস্ফুটিত-মালতীপুষ্পের সুগন্ধ বহন করিয়া সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে যে কদম্বানিল। ইহা "কদম্বানিলাঃ" পদের বিশেষণ। **প্রৌঢ়াঃ**—মন্দগতি; পরম-মনোহর। ইহাও "কদম্বানিলাঃ" পদের বিশেষণ। **কদম্বানিলাঃ**—কদম্ব-বনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত অনিল (বায়ু)। অথবা, কদম্বানিলাঃ কদম্বাকারাঃ বায়বো বহন্তি ন তু ঝঞ্জাবৎ বায়বঃ—মৃদুমন্দ পবন; ঝঞ্জার মত গতি নহে যাহার, এরূপ পবন। রেবানদীতীরে কদম্ব-বন থাকাতে স্থানটী পরম-রমণীয় হইয়াছে; তদুপরি মালতী-কুসুমের গন্ধবাহী মৃদুমন্দ পবন প্রবাহিত হইয়া স্থানটীর মনোহারিত্ব আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। **সা চৈবাস্মি**—সেই আমিও আছি। নায়িকা বলিলেন—"সখি! সেই বসন্তরজনীও সমাগত; সেই কদম্ববনও অদূরে অবস্থিত; কদম্ববনের ভিতর দিয়া মালতীকুসুমের সুগন্ধ বহন করিয়া মৃদুমন্দ পবন সেইরূপ ভাবেই প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে; সেই আমার নাগর—যিনি মালতীকুসুম-সুরভিত-মন্দপবন-সেবিত রেবাতীরে আমার চিত্তহরণ করিয়াছিলেন—তিনিও এখন আমার নিকটেই বিরাজিত; সেই আমিও বিরাজিত; বিবাহ-বন্ধনে আমরা উভয়ে আবদ্ধ হওয়ায় আমাদের মিলনে এখন কোনও বিঘ্নও নাই; কিন্তু হে সখি; তথাপি এই গৃহের মিলনে যেন আমার চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিতেছে না; আমার চিত্ত ধাবিত হইতেছে—সেই রেবাতীরস্থিত বেতসীতরুতলের দিকে।" **তত্র রেবারোধসি**—সেই রেবানদীর তীরে। **বেতসীতরুতলে**—বেতসী বৃক্ষের নীচে। **সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ**—শৃঙ্গারকৌশলক্রীড়াবিষয়ে; সম্ভোগবিষয়ে। **চেতঃ**—চিত্ত, মন। **সমুৎকণ্ঠতে**—সম্যক্‌রূপে উৎকণ্ঠিত হইতেছে। "সেই রেবাতীরে যাইয়া তত্রত্য বেতসীতরুতলেই আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া ক্রীড়াকৌতুক উপভোগ করি—ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা—ইহার নিমিত্তই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সময় ও লোক বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও স্থান বর্ত্তমান না থাকাতে অভিলষিত তৃপ্তি পাওয়া যাইতেছে না। রথাগ্রে নৃত্যকালে মহাপ্রভু যখন এই শ্লোক পড়িতেছিলেন, তখন তিনি রাধাভাবে ভাবিত হইয়া নিজেকে রাধা মনে করিতেছিলেন, জগন্নাথকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতেছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্রে উভয়ের মিলন হইয়াছে, ইহাই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনের নিভৃতনিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধা যে আনন্দ পাইতেন, কুরুক্ষেত্রে সেইরূপ আনন্দ পাইতেছেন না; তাই আক্ষেপ করিয়া প্রিয়সখীর নিকট বলিতেছেন, "হে সখি, সেই আমিও আছি, সেই কৃষ্ণও আছেন, উভয়ের মিলনও হইয়াছে, কিন্তু বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করার জন্যই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। সেইস্থানে যেরূপ আনন্দ পাইতাম, এই কুরুক্ষেত্রের মিলনে সেইরূপ আনন্দ পাইতেছি না।"—এই ভাব মনে করিয়াই রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভু ঐ শ্লোকটী পড়িয়াছিলেন।

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ।
দৈবে সে-বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ ॥ ৫৩
প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিল তথাই ॥ ৫৪
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া ॥ ৫৫
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্রস্নান করিতে।
হেনকালে আইল প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥ ৫৬
হরিদাসঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথমন্দিরে নাহি যায় তিনজন ॥ ৫৭
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া ॥ ৫৮
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তারে আসি আপনে মিলে—প্রভুর নিয়ম ॥ ৫৯
দৈবে আসি প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা ॥ ৬০
শ্লোক পঢ়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপগোসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৩-৫৬। **এই শ্লোকের**—উক্ত 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকের। **অর্থ**—অভিপ্রেত মর্ম্ম; মহাপ্রভুর মুখে এই শ্লোকটী উচ্চারিত হইলে প্রভুর অন্তরস্থিত কোন্ ভাবটী প্রকাশ পায়, তাহা। **একলে স্বরূপ**—একমাত্র স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী। ইনি ব্রজের ললিতা-সখী, সুতরাং শ্রীরাধিকার অন্তরঙ্গা; তাই তিনি রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভুর মনোগত-ভাব জানিতে পারিতেন। **তাহাঁ**—নীলাচলে। **রূপ**—শ্রীরূপগোস্বামী। **অর্থ-শ্লোক**—"যঃ কৌমারহরঃ"—শ্লোকের অর্থজ্ঞাপক শ্লোক। "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোক উচ্চারণ করার সময়ে মহাপ্রভুর মনে যে ভাব ছিল, সেই ভাব-প্রকাশক শ্লোক। প্রভুর কৃপাতেই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর মনোগত-ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। **তথাই**—সেইস্থানে, তৎক্ষণাৎই। **বাসার চালে**—যে ঘরে শ্রীরূপ থাকিতেন, সেই ঘরের চালে। **তাঁহারে মিলিতে**—শ্রীরূপের সঙ্গে মিলিত হইতে বা তাঁহাকে দর্শন দিতে।

৫৭। হরিদাস-ঠাকুর, রূপ ও সনাতন, এই তিনজন দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে নিতান্ত হেয়—অস্পৃশ্য মনে করিতেন। জগন্নাথের মন্দিরে বা মন্দিরের নিকটে গেলে, পাছে জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে, স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হয়, এই ভয়ে তাঁহারা মন্দিরে বা মন্দিরের নিকটে যাইতেন না; প্রভুর বাসা মন্দিরের নিকটে, এজন্য তাঁহারা প্রভুর বাসায় যাইয়াও প্রভুকে দর্শন করিতেন না। তাঁহারা অস্পৃশ্য, জগন্নাথের কোনও সেবক তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলে বা মন্দিরে যাইয়া মন্দিরের অপবিত্রতা জন্মাইলে তাঁহাদের অপরাধ হইবে, ইহাই তাঁহাদের মনোগত-ভাব।

৫৮। **উপলভোগ**—প্রাতঃকালীন ভোগ। **তিনেরে মিলিয়া**—জগন্নাথের প্রাতঃকালীন ভোগ দর্শন করিয়া প্রভু প্রত্যহ হরিদাস, রূপ ও সনাতনকে দর্শন দিতে যাইতেন।

৫৯। উক্ত তিন জনের মধ্যে যখন যিনি বাসায় উপস্থিত থাকিতেন, প্রভু নিজে আসিয়া তখন তাঁহাকে দর্শন দিয়া যাইতেন—ইহাই প্রভুর নিয়ম ছিল।

৬০। প্রভু সেইদিন যখন আসিলেন, তখন শ্রীরূপ বাসায় ছিলেন না, সমুদ্রস্নানে গিয়াছিলেন; ঘরে ঢুকিয়া দৈবাৎ প্রভুর চক্ষু উপরের দিকে—ঘরের চালের দিকে পড়িল; তখন প্রভু দেখিলেন, চালে একটা তালপাতা গোঁজা আছে; প্রভু তাহা লইয়া দেখিলেন—তাহাতে একটা শ্লোক লিখিত আছে। প্রভুর মুখে "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকটী শুনিয়া তাহার মর্ম্মজ্ঞাপক যে শ্লোকটী শ্রীরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহাই উক্ত তালপত্রে লিখিত ছিল।

৬১। শ্লোক পড়িয়া প্রভু সেই শ্লোকের ভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন, এমন সময় শ্রীরূপ সমুদ্রস্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে দেখিয়াই তাঁহার পদতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পতিত হইলেন।

উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া—॥ ৬২

মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোনজনে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে ? ॥ ৬৩

এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈয়া ॥ ৬৪

স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে—।
মোর মনের কথা রূপ জানিলা কেমতে ? ॥ ৬৫

স্বরূপ কহেন—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি— হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥ ৬৬

প্রভু কহে--তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৬৭

যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে ॥ ৬৮

এ সব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬২-৬৩। শ্রীরূপ প্রণাম করিতেই প্রভুর আবেশ কিছু ছুটিয়া গেল, প্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান হইল ; তখন তিনি উঠিয়াই বাৎসল্যভরে শ্রীরূপকে এক চাপড় মারিলেন এবং তাঁহাকে স্নেহভরে কোলে তুলিয়া লইলেন ; কোলে করিয়া প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "রূপ ! কি অভিপ্রায়ে আমি 'যঃ কৌমারহরঃ'-শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছি, তাহা তো কেহই জানে না ? আমি তো তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই ; তুমি আমার মনের কথা কিরূপে জানিলে ?"

৬৪-৬৫। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **শ্লোক**—শ্রীরূপকৃত শ্লোকটী। **পুছেন**—জিজ্ঞাসা করেন। **রূপ**—শ্রীরূপ।

৬৬। প্রভুর কথা শুনিয়া স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—"শ্রীরূপ যে তোমার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, শ্রীরূপ তোমার কৃপার পাত্র—তোমার কৃপাতেই, কাহারও মুখে কিছু না শুনিয়াও শ্রীরূপ তোমার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছেন।"

৬৭। স্বরূপ-দামোদরের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য। শ্রীরূপের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রয়াগে আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলাম।" প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন প্রয়াগে অবস্থানকালে শ্রীরূপ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬৮। **গূঢ় রস**—ব্রজের উজ্জ্বল রস। **বিবেচনে**—বিচারে। **গূঢ়রসাখ্যানে**—গূঢ়রসের (ব্রজের উজ্জ্বল রসের) আখ্যানে (কথনে) ; ব্রজের উজ্জ্বল-রস-সম্বন্ধীয় আখ্যান বা বিবরণ।

প্রভু স্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন—"শ্রীরূপ অত্যন্ত যোগ্যপাত্র ; ব্রজের উজ্জ্বল রসের বিচারে বিশেষ সমর্থ ; তুমিও তাঁহাকে ব্রজরসের কথা বলিবে—ব্রজরসের বিষয়ে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিবে।"

৬৯। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি। **এ সব**—এ সমস্ত বিবরণ ; শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারের কথা এবং শ্রীরূপকৃত শ্লোকের কথা। **আগে**—ভবিষ্যতে ; পরে। শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারের কথা মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে এবং শ্রীরূপকৃত শ্লোকের কথা অন্ত্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

উদ্দেশ—উল্লেখ। **প্রস্তাব পাইয়া**—প্রসঙ্গ পাইয়া। এসকল কথা এস্থলে বলার প্রয়োজন না থাকিলেও প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ বলা হইল। (এ সমস্ত অন্ত্যলীলার কথা বলিয়া মধ্যলীলায় ইহাদের বর্ণনা অনাবশ্যক)।

এক্ষণে শ্রীরূপকৃত শ্লোকটীর উল্লেখ করিতেছেন—নিম্নে।

তথাহি পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)—

শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ,—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-

স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে

মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ!।

জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন— ॥ ৭০

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।

যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন ॥ ৭১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রিয় ইতি। হে সহচরি স বৃন্দাবনবিহারী অয়ং দৃশ্যমান্ কিশোরঃ প্রিয়ঃ প্রাণনাথঃ নন্দনন্দনঃ কুরুক্ষেত্রে মিলিতবান্। তথা তেন প্রকারেণ সা নবযৌবনা অহং সা রাধা উভয়ো রাধাকৃষ্ণয়োস্তদিদং সঙ্গমসুখং দর্শনাদিসম্ভোগসুখং তথাপি মে মম মনঃ কালিন্দীপুলিনবিপিনায় যমুনাতীরকাননায় স্পৃহয়তীদং কৃষ্ণলাবণ্যদর্শনং কর্ত্তুমাকাংক্ষতি কথম্ভূতায় অন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে বনান্তঃক্রীড়ন্মধুরবংশীরবং জুষণীয়ং যত্র তস্মৈ। ইতি শ্লোকমালা। ৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৭। **অন্বয়।** সহচরি! (হে সহচরি)! সোঽয়ং (সেই এই) প্রিয়ঃ (প্রিয়) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ) কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ (কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন); তথা অহং (আমিও) সা রাধা (সেই রাধা); উভয়োঃ (আমাদের উভয়ের) তৎ (সেই) ইদং (এই) সঙ্গমসুখং (সঙ্গমসুখ); তথাপি (তথাপি) মে (আমার) মনঃ (মন) অন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে (যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়াকারী শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বর উত্থিত হইত, সেই) কালিন্দীপুলিনবিপিনায় (যমুনাপুলিনস্থিত বনের নিমিত্ত) স্পৃহয়তি (বাসনা করিতেছে)।

অনুবাদ। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধা যেন তাঁহার প্রিয় সহচরীকে বলিতেছেন :— "হে সহচরি! (আমার সহিত যিনি বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছেন) সেই শ্রীকৃষ্ণই ইনি, যিনি কুরুক্ষেত্রে (আমার সহিত) মিলিত হইয়াছেন এবং আমিও সেই রাধাই (যাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে মিলিত হইয়াছিলেন); উভয়ের এই সঙ্গমসুখও তদ্রূপই; তথাপি,—যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বর উত্থিত করিতেন, যমুনাপুলিনস্থিত সেই বনের জন্যই আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। ৭।"

তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্—আমাদের উভয়ের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) সঙ্গমসুখও তদ্রূপই। দীর্ঘ-বিরহের পরে কুরুক্ষেত্রে মিলিত হওয়ায় উভয়ের এই মিলন প্রায় নবসঙ্গমতুল্য—বৃন্দাবনের প্রথম-মিলনের ন্যায়ই সুখদায়ক হইয়াছে। **তথাপি**—সেই কৃষ্ণ, সেই আমি (রাধা), এবং উভয়ের মিলন—বৃন্দাবনের প্রথম-মিলনের ন্যায়—নবসঙ্গমতুল্য সুখদায়ক হইলেও আমি (শ্রীরাধা) কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না—আমার মন কিন্তু বৃন্দাবনের সেই যমুনাপুলিনস্থিত বনেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। **কালিন্দী-পুলিনবিপিনায়**—কালিন্দীর (যমুনার) পুলিন (তীর)-স্থিত বিপিন (বন) তাহার জন্য। কিরূপ সেই বন? **অন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে**—অন্তঃ (অভ্যন্তরে) খেলতঃ (খেলা করেন যিনি তাঁহার—ক্রীড়াকারী শ্রীকৃষ্ণের) মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে (মধুর-মুরলীর পঞ্চমস্বরবিশিষ্ট বনে)। সেই বনের অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেন; ক্রীড়া করিতে করিতে তিনি মধুর মুরলীধ্বনি করিতেন; সেই মধুর-মুরলীর পঞ্চমস্বরে সেই বন অপূর্ব্ব মধুরিমা ধারণ করিত।

৭০। **এই শ্লোকের**—শ্রীরূপকৃত উক্ত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ইত্যাদি শ্লোকের। **প্রভুর ভাবন**—প্রভুর চিন্তা; প্রভুর মনোগত ভাব।

রথের উপরে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহাই উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, এস্থলে ৭১-৭৭ পয়ারে এই শ্লোকের সংক্ষিপ্ত অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে।

৭১। দীর্ঘ-বিরহের পরে শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া থাকিলেও, তিনি

রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্যগহন।
কাহাঁ গোপবেশ—কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥ ৭২
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিতপূরণ॥ ৭৩

তথাহি (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)—
আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং প্রাপ্তোঽপি কৃষ্ণঃ পুনর্গৃহব্যাসঙ্গেন মাপয়াত্বিতি তচ্চরণস্মরণং প্রার্থয়ামাসুরিত্যাহ—আহুশ্চেতি। হে নলিননাভ! তে পদারবিন্দং গেহঞ্জুষাং গৃহসেবিনীনামপি নো মনসি সদা উদিয়াৎ আবির্ভবেৎ। স্বামী ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া এইরূপ (নিম্ন পয়ার-সমূহে কথিতরূপ) ভাবিয়াছিলেন। **তবু**—তথাপি; যদিও বিরহান্তে দর্শন পাইয়াছেন, তথাপি।

৭২। ৭২-৭৩ পয়ারে শ্রীরাধার মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ৭২-৭৪ পয়ার শ্রীরাধার উক্তি।

রাজবেশ—রাজার পোষাক (শ্রীকৃষ্ণের)। **হাতী ঘোড়া**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বহুসংখ্যক হাতী ও ঘোড়া। **মনুষ্যগহন**—মানুষের ভিড়; লোকে লোকারণ্য। **কাহাঁ**—কোথায়? **গোপবেশ**—গোয়ালার বেশ বা রাখালের বেশ, যেমন বৃন্দাবনে। **নির্জ্জন**—নিভৃত।

শ্রীরাধা ভাবিতেছেন—"হাঁ, ইনিই আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বটেন; কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রে ইহার বেশ-ভূষা-সঙ্গী প্রভৃতির সহিত বৃন্দাবনের বেশ-ভূষাদির কোনওরূপ সামঞ্জস্যই তো দৃষ্ট হইতেছে না—সমস্তই যেন বিপরীত। বৃন্দাবনে ছিল ইহার রাখালের বেশ; কিন্তু এখানে দেখিতেছি—ইনি রাজার পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন; বৃন্দাবনে ইনি গোচারণ করিতেন, সঙ্গে গোবৎসাদি থাকিত—কিন্তু এখানে ইনি বহুমূল্য রথের উপরে বসিয়া আছেন, আর তাঁর চারিপার্শ্বে কত অসংখ্য হাতী-ঘোড়া বিরাজিত; সেখানে নির্জ্জন বৃন্দাবনে ইনি বাঁশী বাজাইয়া বিচরণ করিতেন—সঙ্গে হয়তো কখনও কয়েকজন সমবয়স্ক ও সমভাবাপন্ন রাখাল থাকিত, কখনও বা ব্রজ-যুবতীরা থাকিত—কিন্তু এখানে দেখিতেছি—ইনি যেন লোকের সমুদ্রের মধ্যে বিরাজিত। এসব দেখিয়া আমার মনে তৃপ্তি পাইতেছি না. প্রাণবল্লভের সহিত মিলনে যে আনন্দ পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহা পাইতেছিনা, আমার আশা পূর্ণ হইতেছে না।"

৭৩। কি হইলে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন।

সেইভাব—ব্রজের সেই শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাব। এখানে কুরুক্ষেত্রের ভাব ঐশ্বর্য্যময়, যাহাতে প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। **সেই কৃষ্ণ**—ব্রজের সেই গোপবেশ কৃষ্ণ।

সেই বৃন্দাবন—নির্জ্জন বৃন্দাবন; সেই কুসুম-সুরভিত, পিককুলকুহরিত, ভ্রমরগুঞ্জিত, তরুলতাবিভূষিত বৃন্দাবন। **বাঞ্ছিতপূরণ**—বাসনা পূর্ণ হয়।

"সেই নির্জ্জন বৃন্দাবনে—যেখানে প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত, যেখানে ভ্রমরকুল গুন্ গুন্ রবে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়া বেড়াইতেছে, যেখানে পিককুলের কুহুরবে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে ভাবের বন্যা উথলিয়া উঠিতেছে, যেখানে সুস্বাদ ও সুদর্শন ফলভারে বৃক্ষরাজি আনত হইয়া যেন ভূপৃষ্ঠকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইতেছে, যেখানে সুনীল-যমুনার তরঙ্গরাজি লীলায়িত-গতিতে অগ্রসর হইয়া ফুল্ল-নলিনীগণের কানে কানে সুমধুর কলধ্বনিতে কি যেন বলিয়া বলিয়া তাহাদের প্রাণের শিহরণকে বাহিরেও যেন জাগাইয়া তুলিতেছে, সেই বৃন্দাবনে—যদি সেই গোপবেশ-বেণুকর-নবকিশোর-নটবর শ্রীকৃষ্ণকে পাই, তবেই যেন আমার (শ্রীরাধার) মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার মনের ভাব যে বাস্তবিকই পূর্ব্বোক্তরূপ হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটী শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। আহুশ্চ (গোপীগণও বলিলেন) নলিননাভ (হে কমলনাভ)! অগাধবোধৈঃ (পরমজ্ঞান-সম্পন্ন) যোগেশ্বরৈঃ (যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক) হৃদি (হৃদয়ে) বিচিন্ত্যং (চিন্তনীয়), সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং (সংসার-কূপে পতিত জনগণের উত্তরণের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ) তে (তোমার) পদারবিন্দং (চরণ-কমল) গেহং জুষাং (গৃহসেবিনী) নঃ (আমাদের) অপি (ও) মনসি (মনে) সদা (সর্ব্বদা) উদিয়াৎ (উদিত হউক)।

অনুবাদ। কুরুক্ষেত্রমিলনে শ্রীরাধিকাপ্রমুখ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেনঃ—হে কমলনাভ! পরমজ্ঞান-সম্পন্ন যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসার-কূপে পতিত-জনগণের উত্তরণের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার চরণকমল—গৃহসেবিনী আমাদিগেরও মনে সর্ব্বদা আবির্ভূত হউক। ৮।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যখন নির্জ্জনে গোপীগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সখীগণ! দীর্ঘবিরহেও কি তোমরা আমার কথা স্মরণ কর? না কি তোমরা আমাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে কর? দেখ, আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাদিগের নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহি নাই; বায়ু যেমন তৃণ-ধূলিকণাদিকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করে, তদ্রূপ ঈশ্বরই জীবগণকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিয়া থাকেন—ঈশ্বরই তোমাদিগের নিকট হইতে আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। যদি বল,—যিনি তোমাদের সহিত আমার বিরহ ঘটাইয়াছেন, আমিই সেই ভগবান্, তাহা হইলেও তোমাদের দুঃখ করার হেতু নাই; কারণ, আমিই যদি ভগবান্ হই, তাহা হইলে আমার প্রতি ভক্তি করিলেই সেই ভক্তির প্রভাবে লোক অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ করিতে পারে; কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহা এতই গরীয়ান্ যে, তাহাই আমাকে—আমি যতদূরে যেখানেই থাকিনা কেন, আমাকে—আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে লইয়া আসিবে (এসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের রহস্যোক্তি); আরও বলি শুন; আকাশাদি পঞ্চভূত যেমন ভৌতিক পদার্থসমূহের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর—পরমাত্মা—আমিও সর্ব্বজীবের—সুতরাং তোমাদেরও—ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি, সুতরাং আমার সহিত তোমাদের কোনওরূপ বিরহই সম্ভব নহে—নাইও; অবিবেক বশতঃই তোমরা কল্পিত-বিরহের দুঃখ ভোগ করিতেছ; কারণ, তোমাদের দেহ-আত্মা-মন-প্রাণ সমস্তই সর্ব্বদাই পরমাত্মারূপ আমাতে বর্ত্তমান; তোমরা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর; তাহা হইলেই আর তোমাদের কোনও দুঃখ থাকিবে না।" শ্রীকৃষ্ণের এসমস্ত (পরিহাসমূলক) উক্তির ধ্বনি বোধ হয় এইরূপঃ—"হে সুন্দরীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে আমিই ঈশ্বর, তাহা হইলে যোগেশ্বরদিগের ন্যায় তোমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমাকে চিন্তা কর—ধ্যান কর; তাহা হইলেই তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, আমি তোমাদের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি; ইহা যখন উপলব্ধি করিবে, তখন আর আমার বিরহযন্ত্রণায় তোমরা অধীর হইবেনা। আরও একটী কথা। তোমরা এখানে আসিয়া থাকিলেও তোমাদের মন কেবল বৃন্দাবনের দিকেই যেন ধাবিত হইতেছে—তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, বৃন্দাবনে তোমাদের গৃহ; ইহাতে বুঝা যায়—তোমরা অত্যন্ত গৃহাসক্ত—সংসারকূপে পতিত; কিন্তু যাহারা সংসারকূপে পতিত, তাহাদেরও কর্ত্তব্য—আমার শ্রীচরণ আশ্রয় করা; নতুবা সংসারকূপ হইতে উদ্ধার পাওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই বলি, তোমরা পরমাত্মা-আমার চরণ চিন্তা কর; তাহা হইলে তোমাদের গৃহাসক্তি দূরীভূত হইবে।" প্রাণবল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের মুখে এসমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনিয়া অভিমানভরে গোপীগণ বলিলেন—**নলিননাভ**—হে নলিননাভ! [নলিনের বা পদ্মের ন্যায় সুন্দর নাভি যাঁহার, তিনি নলিননাভ—পদ্মনাভ; এইশব্দে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সূচিত হইতেছে। ধ্বনি এই যে—বধুঁ! তোমার সৌন্দর্য্যে আমরা এতই মুগ্ধ—এতই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আত্মহারা হইয়া গিয়াছি যে, ভগবত্তত্ত্ব প্রচার করিয়া তুমি যতই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করনা কেন, তৎসমস্ত আমাদের কর্ণেই প্রবেশ করিতেছে না; তুমি তো তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া যাইতেছ, আমরা কিন্তু বিস্ফারিত নয়নে অনবরত তোমার সৌন্দর্য্যসুধাই পান করিতেছি—তোমার উপদেশ উপলব্ধি করিবার সময় আমাদের কোথায়?] **অগাধবোধৈঃ**—অগাধ (গম্ভীর) বোধ (বুদ্ধি) যাঁহাদের—গম্ভীরবুদ্ধি **যোগেশ্বরৈঃ**—যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক **হৃদি**—হৃদয়ে, অন্তঃকরণে **বিচিন্ত্যং**—চিন্তনীয়, ধ্যানের বিষয়ীভূত তোমার চরণকমল। [এই বাক্যের ধ্বনি এই—বধুঁ, যোগেশ্বরদিগের ন্যায় আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তোমার চরণকমল ধ্যান করার নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে উপদেশ দিতেছ। কিন্তু বধুঁ, তাতো আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে; কারণ প্রথমতঃ, যাঁহারা গম্ভীরবুদ্ধি যোগেশ্বর, তাঁহারাই তোমার শ্রীচরণ চিন্তা করিতে সমর্থ; আমরা একে বুদ্ধিহীনা, তাতে আবার চঞ্চলমতি গোপবালা—যোগেশ্বর নহি; কিরূপে তোমার চরণ চিন্তা করিব? কিরূপে তোমার চরণে মন স্থির করিব? দ্বিতীয়তঃ, হৃদয়ের অভ্যন্তরে চরণ চিন্তা করার কথা তো দূরে—তোমার চরণকমলের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলেই আমাদের মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যেদিন প্রস্ফুটিত কমল হইতেও সুকোমল তোমার চরণযুগল আমাদের বক্ষঃস্থলে কঠিনস্তনযুগলে স্থাপন করিতেও ভীত হইয়াছি—পাছে কোমলচরণে কঠিন স্তনের আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায়। সে কথা মনে উদিত হইতেই তোমার বিরহব্যথা আমাদের চিত্তে শতবৃশ্চিকদংশনবৎ যাতনার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে; কিরূপে আমরা নিবিষ্টচিত্তে তোমার চরণ চিন্তা করিব বধুঁ?] **সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং**—সংসাররূপকূপে পতিত হইয়াছে যাহারা, তাহাদের উত্তরণের (উদ্ধারের) পক্ষে অবলম্বনস্বরূপ **তে পদারবিন্দং**—তোমার চরণকমল [এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই:—বধুঁ, তুমি অনুমান করিতেছ—আমাদের মন সর্ব্বদা বৃন্দাবনের দিকেই ধাবিত হইতেছে এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তুমি আমাদিগকে সংসারকূপে পতিত বলিয়া মনে করিতেছ; তাই সংসারকূপ হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত তোমার চরণাশ্রয় করার উপদেশ দিতেছ। যেখানে যাহার ঘরবাড়ী, সেখানের প্রতি আসক্তি থাকিলে তাহাকে সংসারাসক্ত—সংসারকূপে পতিত—বলা যায় সত্য। বন্ধু, বৃন্দাবনের প্রতি যে আমাদের আসক্তি, তাহা অস্বীকার করিনা; কিন্তু আমাদের ঘর-সংসারের প্রতি মায়া-মমতাই এই আসক্তির হেতু নহে; ঘর-সংসারের প্রতি আমাদের কোনওরূপ আসক্তিই নাই; দেহের সুখ-সুবিধার আনুকূল্য-বিধান করে বলিয়াই তো ঘর-সংসারের প্রতি লোকের মায়া মমতা? আমাদের দেহের সুখ-সুবিধার অনুসন্ধানই আমাদের নাই, ঘর-সংসারের প্রতি মমতা থাকিবে কিরূপে? "দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার? ২।১৩।১৩৫॥" বধুঁ, দেহ-গেহ সমস্তই আমরা তোমার প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করিয়াছি—আমাদের দেহ এখন আর আমাদের দেহ নহে, ইহা তোমার—তোমার সুখের সাধন বলিয়াই এই দেহকে আমরা রক্ষা করি, সজ্জিত করি—এ দেহকে সুসজ্জিত দেখিলে তুমি সুখী হও বলিয়া। আমাদের নিজের সুখ আমরা জানিনা বধুঁ, আমরা জানি কেবল তোমার সুখ। তোমার সুখের নিমিত্ত আমরা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণে বিনামূল্যের দাসী হইয়াছি বধুঁ! তাই বলি, আমরা সংসারকূপে পতিত নই। তবে যে বৃন্দাবনের দিকে আমাদের মন ধাবিত হয়, তাহা সত্য—কিন্তু গৃহাসক্তি ইহার হেতু নয়—ইহার হেতু তুমি; বৃন্দাবনের প্রতি তরুলতা, প্রতি ফুলফল, বৃন্দাবনের মাটীর প্রতি কণিকা তোমার স্মৃতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত—তোমার বিরহে তাহারাও যেন হতভাগিনী আমাদেরই ন্যায় অঝোরে ঝুরিতেছে। তাহারা সকলেই তোমারই সেবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত; অহো বধুঁ! "বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন-বন, সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা। সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতাপিতা বন্ধুগণ, বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা॥ ২।১৩।১৩৬॥" যাহা হউক, আরও শুন বধুঁ। বৃন্দাবনে তোমার যে সহজভাব—তোমার যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য—বিকসিত হয়, এখানে তো বধুঁ তাহা যেন চাপা পড়িয়া রহিয়াছে; আমাদেরও সেই সহজভাব এখানে যেন প্রকাশ পাইতে চায় না—কোথায় যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছে—প্রাণ খুলিয়া—নিঃসঙ্কোচে—তোমার সেবা করিতে কোথায় যেন কিসে বাধিতেছে। তাই প্রতি পলেই মনে পড়ে আমাদের সেই বৃন্দাবনের

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥ ৭৪

ভাগবতের শ্লোকগূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া।
রূপগোসাঞিঃ শ্লোক কৈল—লোক বুঝাইয়া ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কথা—যেখানে তোমার এবং আমাদের সহজ গতি, সহজ ভাব কি এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের ধারা বহাইয়া দিত। আমরা সংসারকূপে পতিত হই নাই বধুঁ, আমরা বরং তোমার বিরহ-সমুদ্রেই পতিত হইয়াছি—এখানে স্বচ্ছন্দভাবে তোমার সেবা করিতে না পারিয়া কেবল বৃন্দাবনের কথাই মনে পড়ে—এবং বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ামাত্রেই সেই বিরহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাই বলি বধুঁ—যোগিগণের ধ্যেয় এবং সংসারকূপে পতিত জনগণের অবলম্বনীয় তোমার চরণ-কমল তোমার কৃপায় যেন] **গেহং জুষাং নঃ মনসি উদিয়াৎ**—গৃহসেবিনী আমাদের মনে উদিত হয়; তোমার স্বচ্ছন্দক্রীড়াস্থল-বৃন্দাবনরূপ গৃহে আসক্তা আমাদের মনে—বৃন্দাবনরূপ মনে—তোমার চরণ উদিত হউক; তুমি বৃন্দাবনে পদার্পণ কর। এই বাক্যে (গোপীদের) গেহ—গৃহ—বলিতে ব্রজ বা বৃন্দাবনকে বুঝাইতেছে। "ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন। ২।১৩।১৩১॥" কারণ, আপন গেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনকেই গেহ—ঘর—করিয়াছেন; কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত তাঁহারা "ঘর করিয়াছেন বাহির, বাহির করিয়াছেন ঘর।" উক্ত বাক্যে মনসি—মন—শব্দেও বৃন্দাবনকে বুঝায়। "অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি। তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥ ২।১৩।১৩০॥" বধুঁ, বৃন্দাবনই আমাদের গৃহ—সেই বৃন্দাবনেই আমাদের মন আসক্ত; কারণ, বৃন্দাবন তোমার ক্রীড়াস্থল। আবার বৃন্দাবনই আমাদের হৃদয়—মন—কারণ, তোমার ক্রীড়াস্থল বৃন্দাবন হইতে আমরা আমাদের মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। তাই বলি বধুঁ, তুমি দয়া করিয়া একবার বৃন্দাবনে পদার্পণ কর, তাহা হইলেই আমাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। বধুঁ—"তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন, তুমি ব্রজের সকল সম্পদ। কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন, ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ॥" ২।১৩।১৪০॥]

৭৪। সংক্ষেপে উক্ত শ্লোকের স্থূলমর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। এই পয়ার শ্রীরাধিকার উক্তি—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন "বধুঁ! যদি তুমি স্বয়ং ব্রজে যাইয়া আমাদের সহিত মিলিত হও, তাহা হইলেই আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে।"

অন্বয়ঃ—যদি আমার ব্রজপুরঘরে তোমার চরণ উদয় কর, তাহা হইলে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।

তোমার—শ্রীকৃষ্ণের। **ব্রজপুরঘরে**—ব্রজপুর রূপ ঘরে। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—ব্রজপুর বা বৃন্দাবনই আমার ঘর বা গৃহ; সেই গৃহে। **উদয় করয়ে যদি**—যদি উদিত কর। যদি তুমি স্বয়ং ব্রজে উপনীত হও। **বাঞ্ছা পূরে**—বাসনা পূর্ণ হয়; স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার বাসনা পূর্ণ হয়। এই পয়ার শ্লোকস্থ "মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ" অংশের অর্থ।

৭৫। **ভাগবতের**—শ্রীমদ্ভাগবতের। **শ্লোকগূঢ়ার্থ**—পূর্ব্বোক্ত "আহুশ্চ তে ইত্যাদি"—শ্লোকের গূঢ় অর্থ; "আহুশ্চ তে ইত্যাদি" শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮২।৪৮ শ্লোক; এই শ্লোকের যথাশ্রুত বাহ্য অর্থে প্রকৃত মর্ম্ম জানা যায় না; প্রকৃত মর্ম্ম অত্যন্ত গূঢ়—প্রচ্ছন্ন; শ্রীরূপ গোস্বামী সেই প্রচ্ছন্ন অর্থকে পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়া একটী শ্লোক রচনা করিয়াছেন—তাহা হইতেই লোকে উক্ত "আহুশ্চ" শ্লোকের অর্থ জানিতে পারে। **বিশদ করিয়া**—পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়া। **শ্লোক কৈল**—শ্লোক রচনা করিয়াছেন; শ্রীরূপকৃত শ্লোকটী তাঁহার কৃত ললিতমাধব-নাটকে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং ললিতমাধব হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। **লোক বুঝাইয়া**—"আহুশ্চ ইত্যাদি" শ্লোকের অর্থ লোককে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে; অথবা, যাহা হইতে লোকে উক্ত শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারে।

তথাহি ললিতমাধবে (১০।৩৬)—
যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্থাপরীতা
ধন্থা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যা তে লীলেতি। হে গোবিন্দ যা ধন্থা সফলজন্মা মাধুরী মথুরায়াঃ অদূরভবা ক্ষৌণী ব্রজভূরিত্যর্থঃ বিলসতি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। সা কথম্ভূতা তে তব লীলারস-পরিমলোদ্গারিবন্থাপরীতা লীলারসানাং পরিমলঃ গন্ধস্তস্যোদ্গারি উদয়মেব বন্থা জলপ্রবাহঃ তেন পরীতা যুক্তা। পুনঃ কথম্ভূতা অতএব মাধুরীভির্বৃতা ব্যাপ্তা। তত্র ব্রজভূমিমধ্যে অস্মাভিঃ গোপীভিঃ সহ সম্বীতঃ যুক্তঃ সন্ ত্বমেব বিহারং কলয় কুর্ব্বিত্যর্থঃ। কথম্ভূতাভিরস্মাভিঃ চটুলপশুপীভাবমুগ্ধাভিঃ চটুলাঃ চঞ্চলাঃ গোপিকাঃ তদ্ভাবেন মোহিতমন্তরং যাসাং তাভিঃ। কথম্ভূতস্ত্বং বদনোল্লাসিবেণুঃ প্রফুল্লিতবদনে বেণুর্যস্য স ত্বম্। অতএব বৃন্দাবনমেত্য শ্রীচরণপদ্মং দর্শয়েতি ধ্বনিতম্। শ্লোকমালা॥ ৯॥

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লো। ৯। অন্বয়। তে (তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) লীলারস-পরিমলোদ্গারিবন্থা-পরীতা (লীলারসের সুগন্ধোদ্গারী বন্থাসমূহ দ্বারা সংযুক্ত) মাধুরীভিঃ (এবং মাধুরী সমূহ দ্বারা) বৃতা (শোভিত বা আবৃত) মাধুরী (মাথুরী—মথুরার অতি নিকটবর্ত্তী) ধন্থা (ধন্য—শ্লাঘ্য) যা (যেই) ক্ষৌণী (ভূমি—ব্রজভূমি) বিলসতি (বিরাজ করিতেছে), তত্র (সেই ব্রজভূমিতে) চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ (চঞ্চলস্বভাবা এবং গোপীভাবে মুগ্ধান্তরা) অস্মাভিঃ (আমাদিগের সহিত) সংবীতঃ (মিলিত) বদনোল্লাসিবেণুঃ (এবং বেণুবাদনরত-বদন) [সন্] (হইয়া) ত্বং (তুমি) বিহারং (বিহার) কলয় (কর)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তোমার লীলারসের সুগন্ধোদ্গারী বন্থাসমূহদ্বারা সংযুক্ত এবং মাধুর্য্যসৌষ্ঠবে শোভিত, পরমশ্লাঘ্য এবং মথুরার নিকটবর্ত্তিনী যে ব্রজভূমি বিরাজ করিতেছে, সেই ব্রজভূমিতে—বেণু-বাদনপূর্ব্বক, চঞ্চলস্বভাবা এবং গোপীভাবে মুগ্ধান্তঃকরণা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া তুমি বিহার কর। ৯।

কোনও এক কল্পে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তাঁহার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধিকা যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন; সূর্য্যকন্থা-যমুনা তখন শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া সূর্য্যদেবের নিকটে রাখিলেন; সূর্য্যদেব স্বীয় মিত্র ও উপাসক অপুত্রক সত্রাজিৎ রাজার নিকটে শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন—"ইঁহার নাম সত্যভামা; ইনিই তোমার কন্থা; নারদের আদেশ-অনুসারে কোনও শোভনকীর্ত্তি বরের হস্তে এই কন্থাকে সম্প্রদান করিবে।" তারপর নারদের আদেশে রাজা সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাস্থিত অন্তঃপুরে সত্যভামা নাম্নী শ্রীরাধাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা স্বীয় পিতা বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা শ্রীরাধার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত দ্বারকায় এক নব বৃন্দাবন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীদেবী সেই নববৃন্দাবনেই সত্যভামাকে লুকাইয়া রাখিলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই অসামান্থ-রূপ-লাবণ্যবতী সত্যভামার সাক্ষাৎ না হয়। যাহা হউক, ঘটনা-পরম্পরায় সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল, সত্যভামা যে শ্রীরাধা, তাহাও ব্যক্ত হইল এবং রুক্মিণী যে শ্রীচন্দ্রাবলী, তাহাও প্রকাশ পাইল। পরে যথাসময়ে রুক্মিণী-নাম্নী চন্দ্রাবলীর উদ্যোগেই সত্যভামা-নাম্নী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বেই যশোদারাণী, পৌর্ণমাসী, মুখরা প্রভৃতি দ্বারকায় আগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিবাহের পরে এই নববৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণ একদিন শ্রীরাধাকে বলিলেন—"প্রেয়সী! বল, অতঃপর তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিব?" তখন আনন্দের সহিত শ্রীরাধা বলিলেন—"প্রাণেশ্বর! ব্রজস্থ আমার সমস্ত সখীবৃন্দই এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। স্বীয় ভগিনী চন্দ্রাবলীকেও পাইলাম; ব্রজেশ্বরী শ্বশ্রূমাতাকেও পাইলাম; আর এই নববৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জমধ্যে তোমার সহিতও মিলিত হইলাম; ইহার পরে আমার আর কি প্রিয় বস্তু প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? তথাপি, একটী প্রার্থনা তোমার চরণে নিবেদন করি—তুমি সেই ব্রজধামে যাইয়াই আমাদিগকে লইয়া বিহার কর।"

এইমত মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রাসহিত দেখে বংশী নাহি হাথে ॥ ৭৬

"ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ পাব"—এই বাঞ্ছা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ—চটুলা (চঞ্চলা—শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে উদ্দাম কৃষ্ণপ্রেম-জনিত পরমৌৎকণ্ঠ্যবশতঃ চঞ্চলা, চপলা) পশুপী (গোপী) দিগের ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে অন্তঃকরণ যাঁহাদের, তাদৃশী **অস্মাভিঃ**—আমাদিগের (শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপীদিগের) দ্বারা **সংবীতঃ**—পরিবৃত বা বেষ্টিত হইয়া **বদনোল্লাসিবেণুঃ**—বদনে (মুখে) উল্লাসিত বেণু যাঁহার, প্রফুল্লবদনে বেণুবাদনরত হইয়া, প্রফুল্লবদনে বেণুবাদন করিতে করিতে **ত্বং**—হে প্রাণবল্লভ! তুমি **বিহারং কলয়**—বিহার কর **তত্র**—সেই স্থানে। কোন্ স্থানে? যাহা তোমার **লীলারসপরিমলোদ্গারি-বন্যাপরীতা**—লীলারসের পরিমল (সুগন্ধ) উদ্গীরণকারী বন্যাসমূহদ্বারা পরীতা (সংযুক্তা)—বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত তোমার অসংখ্য মাধুর্য্যময়ী লীলার রসধারা বন্যার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সমস্ত ব্রজভূমিকে পবিষিক্ত (পরীত) করিয়াছে; সুগন্ধি জলের দ্বারা পরিষিঞ্চিত কোনও বস্তু হইতে যেমন সুগন্ধ বাহির হয়, তোমার লীলারসবন্যাদ্বারা পরিষিঞ্চিত ব্রজভূমি—তাহার গিরি-নদী-আদি—হইতেও লীলারসের অপূর্ব্ব সুগন্ধ এখনও নির্গত হইতেছে—অর্থাৎ, ব্রজভূমির যে কোনও অংশের দর্শনেই তোমার লীলার কথা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে লীলারসের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত হইয়া উঠে। এতাদৃশ তোমার লীলাস্মৃতি-বিজড়িতা এবং গিরি, নদী, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, পিক, ভ্রমর, ফুল, ফল প্রভৃতির **মাধুরীভিঃ**—মাধুর্য্যরাশিদ্বারা **বৃতা**—শোভাশালিনী **যা ধন্যা ক্ষৌণী মাধুরী**—যে শ্লাঘনীয়া মাধুরী (মাথুরী—মথুরার নিকটবর্ত্তিনী) ক্ষৌণী (ধাম)—ব্রজধাম **বিলসতি**—বিরাজিত আছে, সেই স্থানে তুমি আমাদের সহিত বিহার কর।

যেই শ্রীরাধা এবং যেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাই সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তথাপি শ্রীরাধা যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না; কারণ, তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন দ্বারকায়—এস্থানে বৃন্দাবনেরই অনুরূপ নববৃন্দাবন নামে একটী স্থান থাকিলেও এবং এই নববৃন্দাবনেই তাঁহাদের মিলনের যথেষ্ট সুযোগ থাকিলেও, তাহাতেও শ্রীরাধার তৃপ্তি হইতেছে না—কারণ বোধ হয় এই যে—এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাজ্যাধিপতি, পরম-ঐশ্বর্য্যময়, আর শ্রীরাধা—সত্যভামা-নাম্নী তাঁহার মহিষী—তদনুরূপ পরিবেষ্টনীর মধ্যে লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির সর্ব্ববিধ বন্ধনমুক্তা স্বচ্ছন্দভাব-বিশিষ্টা গোপবালাদিগের উদ্দাম কৃষ্ণসেবা-বাসনা স্বচ্ছন্দগতিতে স্বচ্ছন্দ ক্রিয়ায় বিকাশ লাভ করিতে পারে না—উদ্দাম-বায়ুপ্রবাহের স্বচ্ছন্দগতি এখানে যেন প্রতিহত হইয়া যাইতে চায়—তাই শ্রীরাধার মন ধাবিত হইতেছে—স্বচ্ছন্দতার লীলাভূমি সেই বৃন্দাবনের দিকে, যেখানে তাঁহার পশুপীভাব—গোপী-ভাব—সর্ব্ববিধ বন্ধনবিমুক্তা স্বচ্ছন্দভাববিশিষ্টা গোপবালাদিগের উদ্দাম-কৃষ্ণসেবাবাসনা স্বচ্ছন্দগতিতে স্বচ্ছন্দক্রিয়ায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়া পরমা-তৃপ্তির অমৃতময়ী ধারা সর্ব্বদিকে প্রবাহিত করিতে পারে।

৭৬-৭৭। এইমত—এইরূপে; কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া, অথবা দ্বারকাস্থ নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপে। **সুভদ্রা**—শ্রীজগন্নাথের ভগিনী। রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পৃথক্ পৃথক্ রথ থাকে বলিয়া সুভদ্রা জগন্নাথের সঙ্গে থাকেন না। শ্রীমন্দিরেই সুভদ্রা থাকেন জগন্নাথের নিকটে—জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারের ন্যায় এই পয়ারেও শ্রীমন্দিরেই প্রভুর জগন্নাথ-দর্শনের কথা বলা হইতেছে।

মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথকে দেখিয়া কৃষ্ণ মনে করিলেন বটে; কিন্তু জগন্নাথের হাতে বংশী না দেখিয়া এবং তাঁহার পার্শ্বে সুভদ্রাকে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—ইনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কৃষ্ণ নহেন, ইনি দ্বারকার কৃষ্ণ। (সুভদ্রা দ্বারকার পরিকর; ব্রজেন্দ্র-নন্দনের হাতেও বংশী থাকেই)। তাই জগন্নাথকে দেখিয়াও রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না—অতৃপ্তির সহিত তিনি ভাবিলেন—"এমন সৌভাগ্য আমার কবে হইবে, যখন ব্রজধামে—বৃন্দাবনেই ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাইতে পারিব?"

রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে ॥ ৭৮
দ্বাদশ-বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে কৈল ॥ ৭৯
সন্ন্যাস করি চব্বিশবৎসর কৈল যে-যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার—তার কে জানিবে মর্ম্ম ? ॥ ৮০
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌-দরশন।
মুখ্য মুখ্য-লীলার করি সূত্র গণন ॥৮১
প্রথম সূত্র—প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
তবে ত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই বাঞ্ছা ইত্যাদি—মহাপ্রভু যতই জগন্নাথের দিকে চাহিতে থাকেন, ততই তাঁহার মনে—বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সহিত মিলিত হওয়ার বাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

৭৮। **উন্মাদ**—উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরা হইতে ব্রজে পাঠান, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার তৎকালীন উন্মাদাবস্থা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কং ৪৭শ অঃ বর্ণিত আছে। উন্মাদোহৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ। অত্রাট্ট-হাসোনটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং। প্রলাপোধাবনক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ২।৪।৩৯॥ অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত চিত্তবিভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত-ক্রিয়াদি লক্ষিত হইয়া থাকে। **উদ্‌ঘূর্ণা**—নানাপ্রকার বিলক্ষণ-বৈবশ্যচেষ্টাকেই উদ্‌ঘূর্ণা বলে। স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্।—উঃ নীঃ। স্থায়ী। ২৩৭। উদ্‌ঘূর্ণার দৃষ্টান্ত ঃ—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট কহিলেন, হে বন্ধো, তোমার বিরহে শ্রীরাধা ভ্রান্তা হইয়া কখনওবা বাসকশয্যার ছায় কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করিতেছেন, কখনওবা খণ্ডিতাভাব অবলম্বন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া নীলমেঘের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জন করিতেছেন, কখনওবা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন। **প্রলাপ**—অকারণ বাক্যপ্রয়োগ। যে ব্যক্তি উপস্থিত নাই, তাহাকে উপস্থিত মনে করিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলা হয়, তাহাকে প্রলাপ বলে। "অলক্ষ্যবাক্‌প্রলাপঃ স্যাদিত্যাদি।"—সাহিত্যদর্পণ। অথবা, ব্যর্থ আলাপকে প্রলাপ বলে। "ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ॥ উঃ নীঃ উদ্ভা। ৮৭॥" দৃষ্টান্ত ঃ—"করোতি নাদং মুরলী রলী রলী ব্রজাঙ্গনা-হৃন্মথনং থনং থনম্। ততো বিদুনা ভজতে জতে জতে হরে ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা॥—উন্মত্তা শ্রীরাধা কহিলেন—কৃষ্ণ! বুঝিতে পারিলাম, ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়-মথন (থন, থন) করিয়া তোমার মুরলী (রলী, রলী) নিনাদ করিতেছে; তাহাতেই ব্যথিতচিত্তা হইয়া ললিতা (লিতা, লিতা) তোমার ভজন (জন, জন) করিতেছে।" এস্থলে শ্লোকস্থ রলী, রলী, থনং থনং,জতে, জতে, লিতা, লিতা, জন, জন, এই কয়টী শব্দ ব্যর্থ—নিষ্প্রয়োজনে উক্ত—হইয়াছে। এই ব্যর্থ উক্তিই প্রলাপ।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিলেন, তখন, তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীরাধার বিরহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিলে বিরহজনিত উন্মাদাবস্থায় শ্রীরাধা যেরূপ প্রলাপ-বাক্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের শেষ বার-বৎসরও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু রাত্রিদিন সেইরূপ প্রলাপ বাক্যাদি প্রকাশ করিতেন।

৭৯। **দ্বাদশ বৎসর শেষ**—শেষ বার বৎসর। **ঐছে**—ঐরূপে, পূর্ব্বোক্তরূপ কৃষ্ণবিরহোন্মাদে। **শেষলীলা**-সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম শেষলীলা। **পূর্ব্ববর্ত্তী** ১২শ পয়ার দ্রষ্টব্য। **ত্রিবিধানে**—তিনি প্রকারে; তিনভাগে। প্রথমভাগ, প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সময় হইতে ছয়বৎসরকাল নানাদেশে ভ্রমণ; দ্বিতীয়ভাগ, নীলাচলে তৎপরবর্ত্তী ছয় বৎসর কেবল প্রেমভক্তি-শিক্ষাদান; এবং তৃতীয়ভাগ, শেষ বারবৎসর নীলাচলে গম্ভীরায় প্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহ।

৮২। এক্ষণে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরের লীলার—যাহা মধ্যলীলা-নামে কথিত, সেই লীলার সূত্র বর্ণনা করিতেছেন।

প্রেমেতে বিহ্বল—বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিনিদিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৮৩
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা 'যমুনা' বলিয়া ॥ ৮৪
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈলা তাহাঁ রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৫
মাতা ভক্তগণে তাহাঁ করিল মিলন।
সর্ব্বসমাধান করি কৈল নীলাদ্রি-গমন ॥ ৮৬

পথে নানা লীলারস দেবদরশন।
মাধবপুরীর কথা,—গোপাল-স্থাপন ॥ ৮৭
ক্ষীরচুরির কথা, সাক্ষিগোপাল-বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ডভঞ্জন ॥ ৮৮
ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা আইলা ভূমিতে ॥ ৮৯
সার্ব্বভৌম লঞা আইলা আপন ভবন।
তৃতীয়প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

মধ্যলীলার **প্রথম সূত্র—প্রথম** লীলা—হইল কাটোয়াতে কেশব-ভারতীর নিকটে **প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ**। সন্ন্যাস-গ্রহণমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রভুর এত উৎকণ্ঠা জন্মিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎই যেন দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিলেন—মনে ভাবিতেছেন—তিনি যেন কৃষ্ণদর্শনার্থ বৃন্দাবনে যাইতেছেন।

৮৩। **প্রেমেতে বিহ্বল**—প্রভু তখন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য। **বাহ্য** ইত্যাদি—তখন তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ছিল না, তিনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন—এই জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনও জ্ঞানই তখন তাঁহার ছিলনা; কোন্ পথে যাইতেছেন, ঠিক পথে যাইতেছেন কিনা—সেই জ্ঞানও ছিলনা।

রাঢ়দেশে—বঙ্গদেশের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত, তাহাকে রাঢ়দেশ বলে। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ছিলনা বলিয়া তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত কেবল রাঢ়দেশেই ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

৮৪। কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণের পর মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন; তখন তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন লইয়া যাইতেছেন বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুকে ফাঁকি দিয়া শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন; শান্তিপুরে আসিয়া গঙ্গা দেখাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন, "এই যমুনা, যমুনায় স্নান কর।" প্রভু যমুনাজ্ঞানে গঙ্গায় নামিলেন। এদিকে এই সংবাদ পাইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নূতন কৌপীনাদি লইয়া উপস্থিত হইলেন।

৮৫-৮৬। শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তারপর প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে গেলেন, সেস্থানে শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত প্রভুর মিলন হইল। সকলের নিকট বিদায় লইয়া এবং শচীমাতার আদেশ গ্রহণ করিয়া প্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করিলেন।

আচার্য্যের গৃহে—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের গৃহে।

প্রথম ভিক্ষা—সন্ন্যাসের পর তিন দিন উপবাসের পরে প্রথম আহার। সন্ন্যাসীর আহারকে "ভিক্ষা" বলে।

সর্ব্বসমাধান করি—সমস্ত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া, মাতাকে প্রবোধ দিয়া, মাতার অনুমতি লইয়া এবং সমস্ত ভক্তের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া। **নীলাদ্রি**—নীলাচল; শ্রীক্ষেত্র; পুরী।

৮৭-৯০। **পথে**—শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাওয়ার পথে। **নানালীলারস** ইত্যাদি—পথে প্রভু নানাবিধ লীলারসের আস্বাদন এবং নানাস্থানের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করিয়াছিলেন। **মাধবপুরীর কথা**—শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর বিবরণ। **গোপাল স্থাপন**—শ্রীগোপাল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী যে শ্রীবৃন্দাবনে গোপাল স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই কথা। **ক্ষীরচুরির কথা**--গোপালের আদেশে চন্দন আনিবার জন্য মলয়াচল যাওয়ার পথে রেমুণাতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জন্য গোপীনাথ যে ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, সেই কথা। তদবধি ঐ গোপীনাথের নাম ক্ষীরচোরা হইয়াছে। (মধ্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। **সাক্ষীগোপাল-বিবরণ**—সাক্ষ্য দেওয়ায় জন্য গোপালের শ্রীবিগ্রহ যে হাঁটিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীর নিকট আসিয়াছিলেন, সেই কথা। (মধ্য ৫ম

নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সভে পাইল আনন্দ ॥ ৯১
তবেত সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বরমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥ ৯২
তবে ত করিল প্রভু দক্ষিণগমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন ॥ ৯৩
জীয়ড়নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে-পথে গ্রামে গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন ॥ ৯৪
গোদাবরীতীরে বনে বৃন্দাবন ভ্রম।
রামানন্দরায়-সনে তাহাঙি মিলন ॥ ৯৫
ত্রিমল্ল-ত্রিপদী-স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ ॥ ৯৬
তবেত পাষণ্ডিগণে করিল দলন।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥ ৯৭
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরিচ্ছেদ)। **দণ্ডভঞ্জন**—নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড (লাঠি) ভাঙ্গিয়াছিলেন। (মধ্য ৫ম পরিচ্ছেদ)। **ক্রুদ্ধ হ'য়ে**—দণ্ড ভাঙ্গাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপ্রভু একাকী আগে চলিয়া গেলেন।

মূর্চ্ছিত—শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মূর্চ্ছিত প্রভুকে দেখিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া আসিলেন এবং নানাবিধ উপায়ে বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করাইলেন।

৯১। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত এবং **শ্রীমুকুন্দ**—ইঁহারাও প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইতেছিলেন। ভুবনেশ্বরের পথে ভার্গী-নদীর তীরে শ্রীনিত্যানন্দ যখন প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করিলেন, তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী আগে চলিয়া আসিলেন; তাঁহারা পরে আসিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

৯২। তবে—তাহার পরে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **ঈশ্বরমূর্ত্তি**—নিজের ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে নিজরূপ দেখাইয়াছিলেনঃ—দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজরূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ ২।৬।১৮৩ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলেন, ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেনঃ—আত্মভাবে হইলা ষড়্ভুজ অবতার।—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

৯৩-৯৪। তবে ত—সার্ব্বভৌমকে কৃপা করার পরে। **দক্ষিণ গমন**—দক্ষিণাত্য-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গমন। **কূর্ম্মক্ষেত্র**—মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির উত্তর সীমাস্থ গঞ্জাম-জেলার অন্তর্গত; চিকাকোণ হইতে আট মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীবিষ্ণুর কূর্ম্মাবতারমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিজয়নগর হইয়া সীমাচলে আগমন করেন। সীমাচল একটী পার্ব্বত্যপ্রদেশ। এই পর্ব্বতটী প্রায় সাড়ে পাঁচশত গজ উচ্চ। ইহার উপরে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির আছে। এই বিগ্রহকে জীয়ড়নৃসিংহ বলে।

বাসুদেব বিমোচন—বাসুদেব-নামক বিপ্রের উদ্ধার। (মধ্য ৭ম পরিচ্ছেদে)।

৯৫। গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী বন দেখিয়া প্রভুর বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। শ্রীরাধার ভাবে সর্ব্বদা বৃন্দাবনের স্মৃতি মনে জাগ্রত থাকিত বলিয়াই এইরূপ হইত।

৯৬-৯৮। ত্রিপদী—বর্ত্তমান আর্কট-জেলার অন্তর্গত স্থানবিশেষ; এখানে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ আছেন। **ত্রিমল্ল**—ত্রিপদী হইতে ছয় মাইল পূর্ব্বে শেষাচল-নামক পর্ব্বতের উপর বালাজীমূর্ত্তি বিরাজিত। এই শেষাচলই ত্রিমল্ল। **অহোবল-নৃসিংহ**—অহোবল-নামক নৃসিংহ। **শ্রীরঙ্গক্ষেত্র**—বর্ত্তমান শ্রীরঙ্গপত্তন। এই স্থানে শ্রীরঙ্গনাথ-নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। ইহা রামানুজীয় বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

কাবেরীর তীরে—কাবেরী নদীর তীরে।

ত্রিমল্লভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা-চারিমাস ॥ ৯৯
শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরমপণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত ॥ ১০০
চাতুর্ম্মাস্য তাহাঁ প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইলা নৃত্যগীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১০১
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুন দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দপুরী-সনে তাহাঞি মিলন ॥ ১০২
তবে ভট্টমারী হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপি-বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥১০৩
শ্রীরঙ্গপুরীর সহ হইল মিলন।
রামদাস-বিপ্রের কৈল দুঃখ-বিমোচন ॥ ১০৪
তত্ত্ববাদি-সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা-সভার ॥ ১০৫
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন ॥ ১০৬
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল-বিমোচন।
সেতুবন্ধস্নান রামেশ্বর-দরশন ॥ ১০৭
তাহাঞি করিল কূর্ম্ম-পুরাণ-শ্রবণ।
'মায়াসীতা নিল রাবণ'—তাহাতে লিখন ॥ ১০৮
শুনিয়া প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
রামদাস-বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১০৯
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥ ১১০
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত—দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা 'উত্তম' জানিঞা ॥ ১১১
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণ মিলি স্নানযাত্রা দেখিল ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০০। **শ্রীবৈষ্ণব**—শ্রী-সম্প্রদায়ী (রামানুজ-সম্প্রদায়ী) বৈষ্ণব।

১০২। **চাতুর্ম্মাস্য**—শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত সময়কে চাতুর্ম্মাস্য বলে।

১০৩। **ভট্টমারী**—বামাচারী সন্ন্যাসী-বিশেষ। **কৃষ্ণদাস**—মহাপ্রভু যখন দক্ষিণে যান, তখন তাঁহার জলপাত্র বহন করিবার জন্য কৃষ্ণদাস-নামক এক বিপ্র সঙ্গে গিয়াছিলেন। **রামজপিবিপ্র**—যে বিপ্র সর্ব্বদা রাম নাম জপ করিতেন।

১০৪। **শ্রীরঙ্গপুরী**—ইনি শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

রামদাসবিপ্রের ইত্যাদি—এই বিপ্র ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সেবক। জগজ্জননী সীতাদেবীকে রাক্ষস-রাবণ হরণ করিয়াছে—ইহাই ছিল তাঁহার গভীর দুঃখের হেতু। প্রভু কিরূপে তাঁহার দুঃখ মোচন করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ১১০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১০৫। **তত্ত্ববাদী**—ইঁহারা ছিলেন মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

১০৭। **সপ্ততাল-বিমোচন**—প্রভু আলিঙ্গন করিয়া সাতটী তালগাছকে উদ্ধার করিয়াছিলেন (মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১১০। **সেই পুরাতনপত্র**—রাবণ মায়াসীতামাত্র হরণ করিয়াছিল, প্রকৃত সীতাকে হরণ করিতে পারে নাই—একথা কূর্ম্ম-পুরাণের যে পাতায় লিখিত ছিল, মহাপ্রভু, তৎস্থলে নূতন পাতা লিখাইয়া রাখিয়া, সেই পাতাটী লইয়া আসিলেন এবং রামদাস-বিপ্রকে তাহা দেখাইলেন। বিপ্র যখন জানিতে পারিলেন যে, রাবণ প্রকৃত সীতাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তখন তাহার দুঃখ দূরীভূত হইল।

১১১। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা নামক গ্রন্থদ্বয় দেখিতে পায়েন ; গ্রন্থদ্বয়কে অতি উত্তম মনে করিয়া প্রভু লইয়া আসিলেন। ইহাতেই এতদঞ্চলে উক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পাইল।

অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দর্শন।
বিরহে আলালনাথ করিল গমন ॥ ১১৩
ভক্তসঙ্গে দিনকথো তাহাঞি রহিলা।
'গৌড়ের ভক্ত আইসে'—সমাচার পাইলা॥ ১১৪
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ॥ ১১৫
বিরহে বিহ্বল প্রভু—না জানে রাত্রি-দিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥ ১১৬
সভে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥ ১১৭
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১১৮
রাজ-আজ্ঞা লঞা তেঁহো আইলা কথোদিনে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে ॥ ১১৯
কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি-মিলন।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন ॥ ১২০
দামোদরস্বরূপ-মিলন পরম আনন্দ।
শিখিমাহিতী-মিলন রায় ভবানন্দ ॥ ১২১
গৌড়দেশ হৈতে সব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীন-গ্রামবাসি সঙ্গে প্রথম-মিলন ॥ ১২২
নরহরিদাস-আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দসেন-সঙ্গে মিলিলা সভে আসি ॥ ১২৩
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ॥ ১২৪
সভাসঙ্গে তবে রথযাত্রা-দরশন।
রথ-আগে নৃত্য করি উদ্যান-গমন ॥ ১২৫
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেইস্থানে।
গৌড়িয়াভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে—॥১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১১৩। অনবসরে—স্নানযাত্রার পর পনরদিন যাবৎ শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের বাধা হওয়ায়। **বিরহে**—শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-বিরহে। **আলালনাথ**—পুরীর দক্ষিণে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত স্থান-বিশেষ।

১১৪-১৫। তাহাঞি—আলালনাথে। রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আসিতেছেন—প্রভু আলালনাথে থাকিয়াই এই সংবাদ পাইলেন; তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রভুর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য আগ্রহসহকারে প্রভুকে নীলাচলে লইয়া আসিলেন।

১১৬। বিরহে বিহ্বল—শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে ব্যাকুল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

১১৭। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া সমস্ত ভক্ত মিলিয়া পরামর্শ করিলেন; পরামর্শে স্থির হইল—কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে প্রভুর মন কিছু স্থির হইতে পারে। তদনুসারে তাঁহারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; বস্তুতঃ কীর্ত্তনের আবেশেই প্রভুর মন স্থির হইল, পূর্ব্বের বিহ্বলতা প্রশমিত হইল।

১১৯। রাজ-আজ্ঞা—রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশ। রায়-রামানন্দ রাজা-প্রতাপরুদ্রের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া কর্ম্মস্থল ছাড়িয়া আসিবার নিমিত্ত রাজ-আজ্ঞার প্রয়োজন হইয়াছিল।

১২০। নীলাচলে রামানন্দরায়ের সহিত মিলনের পরে কি কি লীলা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে।

১২৩। খণ্ডবাসী—শ্রীখণ্ডবাসী।

১২৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৪ পয়ারের টীকায় গুণ্ডিচা-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। রথযাত্রার পূর্ব্বে ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনা করিয়া পরিষ্কার করিতেন।

১২৫। উদ্যান-গমন—রথযাত্রার সময়ে গুণ্ডিচামন্দিরে পৌছিবার পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথের রথ বলগণ্ডিস্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে; সেই স্থানে সমবেত জনমণ্ডলী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে জগন্নাথের ভোগ লাগাইয়া থাকে; এই অবসরে মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে বিশ্রাম করিতে যাইতেন। ২।১৩।১৮৭-১৯৬॥ দ্রষ্টব্য॥

১২৬। প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা—প্রভু যখন উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন সর্ব্বভৌমের উপদেশানুসারে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের বেশে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং তত্রত্য সমস্ত

প্রত্যব্দ আসিবে রথ-যাত্রা-দরশনে।
এই-ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে॥ ১২৭
সার্ব্বভৌমঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে যাতে—'রাণ্ডী হউক ষাঠী'॥ ১২৮

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি-ভক্ত-আগমন।
শিবানন্দসেন করে সভার পালন॥ ১২৯
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান।
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্ধান॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

বৈষ্ণবের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ভূমিতে-শয়ান মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন এবং মুখে রাস-পঞ্চাধ্যায়ের "জয়তি তেঽধিকং" ইত্যাদি শ্লোকযুক্ত অধ্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; আবৃত্তি করিতে করিতে যখন "তব কথামৃতং" শ্লোকটী পাঠ করিলেন, তখন প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গাত্রোত্থান করিয়া প্রতাপরুদ্রকে গাঢ় আলিঙ্গনে কৃতার্থ করিলেন। ইহাই তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা। ২।১৪।৩-১৩। দ্রষ্টব্য।

গৌড়িয়া ভক্তে—বঙ্গদেশবাসী ভক্তগণকে। **বিদায়ের দিনে**—গৌড়িয়া ভক্তগণ যেদিন প্রভুর নিকটে বিদায় লইয়া নীলাচল হইতে দেশের দিকে রওনা হইতেন, সেইদিনে।

১২৭। **প্রত্যব্দ**—প্রতি বৎসরে। **এই ছলে**—রথযাত্রা-দর্শনের ব্যপদেশে।

১২৮। রথযাত্রার পরে গৌড়ীয়-ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলে প্রতিমাসে পাঁচদিন করিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য প্রভুকে ভিক্ষা (ভোজন) করাইতেন; ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য প্রভুর জন্য প্রস্তুত করিতেন। প্রভু একদিন ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ-নামক ব্রাহ্মণ দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া বলিয়া উঠিল—"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন। একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন?" ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ফিরিয়া চাহিতেই অমোঘ পলায়ন করিল; সার্ব্বভৌম মনের দুঃখে অমোঘকে অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন; এদিকে সার্ব্বভৌমের গৃহিণী জামাতা-কর্ত্তৃক অতিথি-মহাপ্রভুর নিন্দার কথা শুনিয়া অতি দুঃখে মাথায় ও বুকে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"আমার মেয়ে ষাঠি বিধবা হউক—অর্থাৎ প্রভুর নিন্দাকারী অমোঘের মৃত্যু হউক। ২।১৫ অধ্যায়।"

ষাঠীর মাতা—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী, তাঁহার কন্যার নাম ছিল ষাঠী। **রাণ্ডী**—রাঁড়ী; বিধবা। **রাণ্ডী হউক ষাঠী**—"আমার কন্যা ষাঠী বিধবা হউক; অর্থাৎ যে প্রভুর নিন্দা করিয়াছে, সেই অমোঘ আমার জামাতা হইয়া থাকিলেও তাহার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। নিন্দুক-স্বভাব লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিলে দিন দিনই সে নিন্দাজনিত অপরাধের সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে এবং তাহার সঙ্গদোষে আমার কন্যাও তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত হইবে। যদি অমোঘের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অধিকতর অপরাধের দায় হইতে সেও নিষ্কৃতি পাইবে এবং তাহার সেবা-শুশ্রূষার ফলে আমার কন্যারও আর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না।" এইরূপে অমোঘের মৃত্যুতে ষাঠীর ঐহিক সুখের বিঘ্ন জন্মিলেও পরমার্থ-সুখের সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়া মাতা হইয়া কন্যার বৈধব্য প্রার্থনাতেও ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর বাৎসল্যে দোষস্পর্শ ঘটিতে পারে নাই। **অথবা,** ষাঠীর স্বামী অমোঘ প্রভুকে নিন্দা করাতে ষাঠীর মাতা দুঃখে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, ষাঠী বিধবা হউক; অর্থাৎ অমোঘকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, যে প্রভুকে নিন্দা করে, এমন পাষণ্ডীর বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ কি? তাহার মরাই ভাল। অনেক সময় নিজের মাতাও দুরন্ত পুত্রকে অতি দুঃখে বলিয়া থাকেন, "তুই মর," ষাঠীর মাতার উক্তিও এই জাতীয়। ষাঠী বিধবা হউক, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে; এমন পাষণ্ডী স্বামীর সঙ্গ করা অপেক্ষা বিধবা হইয়া থাকাই ভাল, ইহাই তাঁহার আক্ষেপ-উক্তির মর্ম্ম।

১২৯। **বর্ষান্তরে**—পর বৎসরে। **পালন**—তত্ত্বাবধান। শিবানন্দ-সেনের তত্ত্বাবধানেই গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আসিতেন। পথে ভক্তদের বাসা, আহার, রাস্তাঘাটের সমস্ত বন্দোবস্তই শিবানন্দ সেন করিতেন।

১৩০। একবৎসর শিবানন্দ সেনের সঙ্গে একটী কুকুরও নীলাচলে আসিতেছিল; পথে একদিন কোনও কার্য্যোপলক্ষে শিবানন্দ অন্যত্র যাওয়ায় তাঁহার পরিচারক কুকুরটীকে আহার দিয়াছিল না; কুকুর কোথায় চলিয়া

পথে সার্ব্বভৌমসহ সভার মিলন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥ ১৩১
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ববৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সভারে লইয়া ॥ ১৩২
সভা লঞা কৈল গুণ্ডিচাগৃহ-সম্মার্জ্জন।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ১৩৩
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৪
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরাপঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥ ১৩৫
কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা ॥ ১৩৬
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায় ॥ ১৩৭
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ ১৩৮
পুরী গোসাঞি সঙ্গে বস্ত্রপ্রদানপ্রসঙ্গ।
রামানন্দরায় আইলা ভদ্রকপর্য্যন্ত ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গেল ; শিবানন্দ আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহাকে পাইলেন না। পরে তাঁহারা নীলাচলে আসিয়া দেখিলেন—কুকুরটী প্রভুর চরণের নিকটে বসিয়া প্রভুর প্রদত্ত নারিকেল-প্রসাদ খাইতেছে, আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছে। এই কুকুরটী নীলাচলেই দেহরক্ষা করিয়াছিল। কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের মতে ইহা মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্ব্বের ঘটনা। "ভগবতো মথুরাগমনাৎ পূর্ব্বম্ একস্মিন্নব্দে সর্ব্বেষু পরস্ সহস্রলোকেষু চলিতবৎসু কশ্চিৎ কুক্কুরোঽপি রোপিতযাদৃচ্ছিকেচ্ছঃ শিবানন্দ-নিকটে চলিতঃ ইত্যাদি। ১০।৩॥"

১৩১। পথে—শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার পথে। **সভার**—সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তদের। **সার্ব্বভৌম** ভট্টাচার্যের কাশীতে গমন—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য যে কাশীতে গিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্র কোথাও তাহার উল্লেখ বা বর্ণনা পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন, কোনও একবৎসর রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়ের ভক্তগণ যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে কোনও একস্থানে সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; সার্ব্বভৌম তখন বারাণসীতে যাইতেছিলেন (১০।১৩)। ইহা যে প্রভুর বারাণসী যাওয়ার পূর্ব্বের ঘটনা, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় (ভূমিকায় প্রকাশানন্দ-উদ্ধার কাহিনী দ্রষ্টব্য)।

১৩৫। হোরা পঞ্চমী—রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিকে হোরাপঞ্চমী বলে। এই দিনে লক্ষ্মীদেবী দাসদাসীসমভিব্যাহারে মহা ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহিরে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে—এমন কি তাঁহার রথকেও—প্রহারাদি দ্বারা শাস্তি দিয়া থাকেন। (মধ্য চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। হোরা অর্থ গমন ; এই পঞ্চম দিনে লক্ষ্মীদেবী বাহিরে গমন করেন বলিয়া ইহাকে হোরা পঞ্চমী বলে। **কেলি**—ক্রীড়া ; লীলা। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া রথযাত্রার ছলে শ্রীজগন্নাথ সুন্দরাচলে গিয়াছেন বলিয়া জগন্নাথের প্রতি ক্রোধ প্রকাশের ছলে তাঁহার দাসদাসীগণকে—এমন কি তাঁহার রথখানিকে পর্য্যন্ত—শাস্তিদানরূপ লীলা।

১৩৬। কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে—শ্রীজন্মাষ্টমীতে। **গোপবেশ**—প্রভু গোয়ালার বেশ ধারণ করিলেন। **লগুড়**—লাঠি। গোয়ালাদের ন্যায় প্রভুও দধির ভার কাঁধে লইয়াছিলেন এবং লাঠি ঘুরাইয়া ক্রীড়া দেখাইয়াছিলেন।

১৩৭। সঙ্গের ভক্ত—যে সমস্ত ভক্ত সর্ব্বদা নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে থাকেন।

১৩৮। গৌড়েরে—গৌড়ের বা বঙ্গদেশের দিকে। প্রভু প্রথমবার বাঙ্গলাদেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। **পথে**—নীলাচল হইতে গৌড়ে যাওয়ার পথে। **বিবিধ সেবন**—মধ্যের ১৬শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩৯। বস্ত্রদান প্রসঙ্গ—নবদ্বীপে শচীমাতাকে দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র প্রভু পুরী-গোস্বামীর সঙ্গে দিয়াছিলেন। **ভদ্রক পর্য্যন্ত**—প্রভু গৌড়ে যাইবার সময় রায়-রামানন্দ তাঁহার সঙ্গে রেমুণা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন (২।১৬।১৫১)।

আসি বিদ্যাবাচস্পতিগৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোকসঙ্ঘট্ট হইলা ॥ ১৪০
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোক-ভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম ॥ ১৪১
কুলিয়াগ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটীকোটী লোক আসি কৈলা দরশন ॥ ১৪২
কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপালবিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস-অপরাধ ॥ ১৪৩
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ১৪৪
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু—শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪০। **আসি**—গৌড়দেশে আসিয়া। **বিদ্যাবাচস্পতি**—ইনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা; গৌড়দেশের কুমারহট্টগ্রামে বাস করিতেন। **লোক সঙ্ঘট্ট**—লোকের ভিড়।

১৪১। **কুলিয়া গ্রাম**—নবদ্বীপের সম্মুখে গঙ্গার অপর পাড়ে কুলিয়াগ্রাম অবস্থিত।

১৪৩। **দেবানন্দেরে প্রসাদ**—দেবানন্দ-পণ্ডিতের প্রতি কৃপা। দেবানন্দ-পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপনা করিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ছিলনা। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত দৈবাৎ দেবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলে ভাগবত-পাঠ হইতেছে দেখিয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন; শুনিতে শুনিতে তাঁহার দেহে প্রেমবিকার দেখা দিল, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। দেবানন্দের শিষ্যবর্গ প্রেমবিকারের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অবজ্ঞাভরে শ্রীবাসকে ধরাধরি করিয়া অন্য একস্থানে সরাইয়া রাখিলেন, দেবানন্দও তাহাতে নিষেধ করিলেন না। ইহাতেই শ্রীবাসের নিকটে দেবানন্দের অপরাধ হইল। সন্ন্যাসের পরে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে প্রভু যখন কুলিয়া গ্রামে আসিলেন, তখন বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের সঙ্গে দেবানন্দ আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন। বক্রেশ্বর-পণ্ডিত ছিলেন প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত; দেবানন্দও বক্রেশ্বরকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং নানাপ্রকারে বক্রেশ্বরের সেবা করিতেন; এই গুণকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু দেবানন্দকে কৃপা করিয়াছিলেন।

গোপালবিপ্রের ইত্যাদি—১।১৭।৩৩-৫৫ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৪৪। **পড়িলা চরণে**—প্রভুর চরণে পতিত হইল, অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত। যাঁহাদের অপরাধ ঘুচাইবার জন্য প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিয়া প্রভুর শরণাগত হইলেন।

১৪৫। **নৃসিংহানন্দ**—নৃসিংহানন্দব্রহ্মচারী। ইঁহার নাম ছিল প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী, ইনি ছিলেন নৃসিংহের উপাসক। নৃসিংহদেবে ইঁহার অত্যন্ত প্রীতি দেখিয়া মহাপ্রভু ইঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ (১।১০।৩৩)। ইনি যখন শুনিলেন, প্রভু কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন, তখন তিনি মনে মনে প্রভুর রাস্তা সাজাইতে লাগিলেন। মনে মনে তিনি—কুলিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনের রাস্তা প্রথমতঃ মণিরত্নদ্বারা বাঁধাইলেন; রত্নবাঁধা রাস্তা অত্যন্ত শক্ত—প্রভুর কোমল চরণে আঘাত লাগিবে, তাই তিনি সেই রাস্তার উপরে বোঁটাফেলা ফুল বেশ পুরু করিয়া বিছাইয়া গেলেন; এইরূপে রাস্তা অত্যন্ত কোমল ও সুগন্ধি হইল। আবার রাস্তার দুই পার্শ্বে সারি সারি বকুল ও অন্যান্য ফুলের গাছ রোপণ করিলেন—বকুলের ছায়ায় পথ শীতল থাকিবে, আর প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইবে; পথের দুই পার্শ্বে মাঝে মাঝে অতি সুন্দর ও অতি বিস্তৃত পুষ্করিণী—তাহাতে স্বচ্ছজল, সেই জলে প্রস্ফুটিত কমল শোভা পাইতেছে; পুষ্করিণীর ঘাট রত্নে বাঁধা; তীরে ও জলে এবং পথিপার্শ্বস্থ বকুলাদি বৃক্ষে নানাবিধ পক্ষী, তাদের মধুর শব্দে প্রাণে আনন্দের ধারা বহাইয়া দেয়। ফুলের গন্ধ বহন করিয়া শীতল মৃদু বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। নৃসিংহানন্দ এইরূপে মনের সুখে কুলিয়া হইতে কানাইর-নাটশালা পর্য্যন্ত পথ সাজাইলেন (মানসিক চিন্তায়); তারপরে কানাইর-নাটশালার পরে এইভাবে পথ বাঁধাইতে আর তাঁর মন অগ্রসর হইল না; অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার পরে পথ সাজাইবার চেষ্টায় মনকে নিয়োজিত

কুলিয়ানগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্ব্বৃন্ত-পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল॥ ১৪৬
পথে দুইদিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যেমধ্যে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী॥ ১৪৭
রত্নবান্ধা ঘাট তাহে—প্রফুল্ল কমল।
নানা-পক্ষি-কোলাহল—সুধাসম জল॥ ১৪৮
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর-নাটশালা পর্য্যন্ত লইল বান্ধিয়া॥ ১৪৯
আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায়, নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে॥ ১৫০
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন।—
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥ ১৫১
কানাইর-নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিনু নিশ্চয় করিয়া॥ ১৫২
গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক—যত ভক্তগণ॥ ১৫৩
যাহাঁ যাহাঁ যায়, তাহাঁ কোটীসাংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে, দেখি খণ্ডে দুঃখ-শোক॥ ১৫৪
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে॥ ১৫৫
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলিগ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম॥ ১৫৬
তাহাঁ নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটিকোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥ ১৫৭
গৌড়েশ্বর যবন-রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া—॥ ১৫৮
বিনা দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেই ত গোসাঞি—ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ ১৫৯
কাজী যবন! ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন—যাহাঁ উহার মন॥ ১৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন—তিনি মনে করিলেন, এযাত্রা প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না; তাই তিনি সকলকে বলিলেন—"কানাইর নাটশালা হইতেই প্রভু এবার ফিরিয়া যাইবেন, এবার তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না।" (১৪৫-১৫২ পয়ার)।

১৪৬। **নির্ব্বৃন্ত পুষ্প**—বৃন্তশূন্য ফুল; বোঁটাশূন্য ফুল। ফুলের বোঁটা ফুল অপেক্ষা শক্ত; বোঁটায় চরণে আঘাত লাগিতে পারে; তাই তিনি ফুলের বোঁটা ফেলিয়া দিয়া সেই ফুল রাস্তায় বিছাইয়া দিলেন।

১৪৯। **সমীর**—বাতাস। **কানাইর নাটশালা**—রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরে এই স্থান। পরবর্ত্তী ২১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫১-৫২। এই দুই পয়ার নৃসিংহানন্দের উক্তি। **ফিরিয়া**-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "বাহুড়িয়া" পাঠ দৃষ্ট হয়, অর্থ একই।

১৫৩। **গোসাঞি**—শ্রীমন্মহাপ্রভু।

১৫৬। **গৌড়ের**—গৌড়ের বা বাঙ্গালার রাজধানীর। **অনুপাম**—অতুলনীয়।

১৫৯-৬০। **বিনাদানে**—বিনাবেতনে। **পাছে হয়**—অনুগমন করে। **গোসাঞি—গোস্বামী;** গো (ইন্দ্রিয়)+স্বামী, চিত্তাদি ইন্দ্রিয়সমূহের স্বামী বা নিয়ন্তা। ঈশ্বর, সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন বলিয়া। **কাজী**—রাজার অধীনস্থ দেশাধ্যক্ষ। **যবন**—মুসলমান। **বুলুন**—ভ্রমণ করুন; চলুন।

এই দুই পয়ার গৌড়েশ্বর-যবনরাজার উক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে হুসেনসাহই গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন—সহস্র সহস্র লোক শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে আসিতেছে, সহস্র সহস্র লোক আপনা হইতে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, তখনই তিনি বুঝিলেন—এই নবীন সন্ন্যাসীর অদ্ভুত লোক-বশীকরণ-শক্তি আছে। এইরূপ বশীকরণ-শক্তি ঈশ্বরব্যতীত অপর কাহারও থাকিতে পারে না; তাই তিনি মনে করিলেন—এই সন্ন্যাসী ঈশ্বরই। পাছে মুসলমান কাজী বা মুসলমান জনসাধারণ এই হিন্দু সন্ন্যাসীর উপর কোনওরূপ অত্যাচার করে—অত্যাচার

কেশবছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ ১৬১
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ-পর্য্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥ ১৬২
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরো হানি ॥১৬৩
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥ ১৬৪
দবীরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিল কহিতে ॥ ১৬৫
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা ॥১৬৬
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে—কার্য্যসিদ্ধি হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥ ১৬৭
মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও—বিষ্ণু-অংশসম ॥ ১৬৮
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান ?
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত প্রমাণ ॥ ১৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া প্রত্যবায়ভাজন হয় বা গোলযোগের সৃষ্টি করে—এই আশঙ্কা করিয়া হুসেনসাহ সকলকে বলিয়া দিলেন—কেহ যেন ইঁহার প্রতি কোনও অত্যাচার না করে, কেহ ইঁহার স্বচ্ছন্দ গতাগতিতে কোনওরূপ বিঘ্ন না জন্মায়।

১৬১। কেশবছত্রী—হুসেনসাহের বিশ্বস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী। **বার্ত্তা**—প্রভু-সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল। **প্রভুর** ইত্যাদি—প্রভুর শক্তির যে কোনও বিশেষত্ব আছে, কেশবছত্রী তাহা প্রকাশই করিলেন না, বরং বাদসাহের কথার উত্তরে এমন ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন এই সন্ন্যাসীর বিশেষ কোনও ক্ষমতাই নাই।

১৬২-৬৩। বাদসাহ হুসেনসাহের প্রশ্নের উত্তরে কেশবছত্রীর উক্তি এই দুই পয়ার। তিনি বলিলেন—"ইনি একজন সাধারণ ভিক্ষুক সন্ন্যাসীমাত্র, লোকের নিকটে ভিক্ষা করিয়া করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন। দুই চারিজন লোকমাত্র ক্বচিৎ ইঁহাকে দেখিতে আসে—বহুলোক কখনও ইঁহার কাছে যায় না। মুসলমানগণ তোমার কাছে আসিয়া ইঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে পারে—কিন্তু বস্তুতঃ ইঁহার মহিমা বিশেষ কিছু নাই—ইঁহার প্রতি হিংসা প্রকাশেরও কোনও প্রয়োজন নাই—বরং এরূপ একজন সামান্য সন্ন্যাসীর উপরে কোনও উৎপীড়ন হইলে, লোকে প্রবল-প্রতাপ গৌড়েশ্বরেরই অপযশঃ ঘোষণা করিবে।"

প্রভুর যথার্থ মহিমার কথা ব্যক্ত করিলে হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী যবন-বাদসাহ প্রভুর কোনওরূপ অনিষ্ট করিতে পারেন—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই কেশবছত্রী প্রভুর মহিমা খর্ব্ব করিয়া বলিলেন।

তীর্থ-পর্য্যটন—তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ। **করয়ে লাগানি**—তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। **আরো হয় হানি**—যশের হানি বা অপযশ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

১৬৪। কেশবছত্রী উক্তরূপ চাতুরীমূলক কথা বলিয়াও কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন—"কি জানি, রাজা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, যদি তাঁহার মুসলমান অনুচরগণের কথা বিশ্বাস করিয়া প্রভুর উপর কোনওরূপ উৎপীড়ন করেন, তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের কারণ হইবে। এরূপ অবস্থায় এস্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়াই প্রভুর কর্ত্তব্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত একজন ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রভুকে বলিয়া পাঠাইলেন—প্রভু যেন অবিলম্বে এস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন।

১৬৫। দবীর খাস—রূপগোস্বামীর উপাধি, হুসেনসাহ বাদসাহের প্রদত্ত। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল। বাদসাহ বোধ হয় কেশবছত্রীর কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; তাই তিনি রূপগোস্বামীকেও প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

১৬৬-৬৯। এই কয় পয়ার শ্রীরূপের উক্তি, বাদসাহের প্রশ্নের উত্তরে। তিনি বলিলেন—যাঁহার অনুগ্রহে তোমার রাজত্ব, যিনি তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করেন বলিয়া তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে, যাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার

রাজা কহে—শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহো, নাহিক সংশয় ॥ ১৭০
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীর খাস আইলা আপনার ঘরে ॥ ১৭১
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥ ১৭২
অর্দ্ধরাত্র্যে দুই ভাই আইলা প্রভুস্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস-সনে ॥ ১৭৩
তাঁরা দুই জন জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপ-সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥ ১৭৪
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৭৫
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল ॥ ১৭৬
উঠি দুইভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে যোড় হাত করি—॥ ১৭৭
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥ ১৭৮
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু! কহিতে বাসি লাজ ॥ ১৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ব্বত্র জয় হইতেছে—সেই ঈশ্বরই এই সন্ন্যাসী; তোমার ভাগ্যে তিনি তোমার রাজ্যে আসিয়া প্রকট হইয়াছেন। আমাকেই বা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা কর।"

গোসাঞা—ঈশ্বর। **তোমার মঙ্গল** ইত্যাদি—ইনি তোমার মঙ্গল কামনা করেন বলিয়াই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। "কার্য্যসিদ্ধি"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "বাক্যসিদ্ধ"-পাঠান্তর আছে। যাহা বলেন, তাহাই যাঁহার সত্য হয়, তাঁহাকে বাক্যসিদ্ধ বলে। তাহা হইলে "বাক্যসিদ্ধ"-পাঠস্থলে এই পয়ারার্দ্ধের অর্থ এইরূপ হইবে:—ইনি বাক্যসিদ্ধ মহাপুরুষ—যাহা বলেন, তাহাই সত্য হয়; ইনি তোমার মঙ্গলকামনাও করেন। **পুছ**—জিজ্ঞাসা কর। **নরাধিপ**—নরসমূহের অধিপতি, রাজা। **বিষ্ণু-অংশময়**—বিষ্ণুর অংশের তুল্য। বিষ্ণু হইলেন পালনকর্ত্তা ভগবান্, ভূ-পালন বা প্রজাপালনের শক্তি বিষ্ণুরই শক্তি; তাঁহার শক্তির অংশ-কণা পাইয়াই রাজা প্রজাপালনাদি করিতে পারেন। বিষ্ণুর নিকট হইতে পালন-শক্তি পায়েন বলিয়া রাজাকে বিষ্ণু-অংশ-তুল্য বলা হয়। **কৈছে**—কিরূপ।

১৭১। **অভ্যন্তরে**—অন্তঃপুরে; অন্দরমহলে।

১৭২। **দুই ভাই**—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন। **যুকতি করিয়া**—যুক্তি করিয়া; পরামর্শ করিয়া। **বেশ**—পোষাক। **বেশ লুকাইয়া**—রাজকর্ম্মচারীর পোষাক গোপন করিয়া; সাধারণ লোকের ন্যায় পোষাক পরিয়া।

১৭৩। **অর্দ্ধরাত্র্যে**—মধ্যরাত্রিতে। **প্রথমে** ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও শ্রীপাদ হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ভগবৎ-কৃপা লাভের জন্য পূর্ব্বে ভক্তকৃপার প্রয়োজন।

১৭৪। **তাঁরা দুইজন**—নিত্যানন্দ ও হরিদাস। **সাকরমল্লিক**—শ্রীসনাতনের উপাধি, বাদসাহ-প্রদত্ত।

১৭৫। **দোঁহে**—রূপ ও সনাতন। **দশনে**—দন্তে। দন্তে তৃণ ধারণ পশুত্বের পরিচায়ক বলিয়া দৈন্যসূচক।

১৭৯। **নীচজাতি**—পতিত-জাতি; নীচজাতিতুল্য। **নীচসঙ্গী**—যবনের সঙ্গী। **করি নীচকাজ**—যবনের চাকুরী করি। যবনের সংসর্গে থাকিয়া এবং যবনের দাসত্ব করিয়া যবনের অর্থ দ্বারা শরীর পোষণ করিয়াছি। এজন্য ম্লেচ্ছ-যবন-সদৃশ নীচজাতি হইয়া গিয়াছি। ইহা দৈন্যবাক্য; বাস্তবিক রূপ ও সনাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরবর্ত্তী ১৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (২।৬৫)—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম। ১০

পতিতপাবন-হেতু তোমার অবতার।
আমি বহি জগতে পতিত নাহি আর॥ ১৮০

জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥ ১৮১

ব্রাহ্মণজাতি তারা—নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা না করে নহে নীচের কূর্পর॥ ১৮২

সবে এক দোষ তার হয়—পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার॥ ১৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মত্তুল্য ইতি। পাপীনাং মধ্যে মত্তুল্যঃ মৎসমানঃ পাপাত্মা অধমাত্মা নাস্তি ন ভবেৎ চ পুনর্মদ্বিধঃ কশ্চনঃ জন অপরাধী নাস্তি। হে পুরুষোত্তম হে প্রভো পরিহারেঽপি ত্বৎসমক্ষং নিবেদনেঽপি মে মম লজ্জা ভবেৎ। অতএব ত্বাং কিং ব্রুবে কিং কথয়ামি অহম্। শ্লোকমালা॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১০। অন্বয়। মত্তুল্যঃ (আমার সমান) পাপাত্মা (পাপী) কশ্চন (কেহই) নাস্তি (নাই), অপরাধী চ (অপরাধীও—আমার সমান অপরাধীও কেহ) নাস্তি (নাই)। পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম)! পরিহারেঽপি (তোমার চরণে নিবেদনেও) মে (আমার) লজ্জা (লজ্জা); কিং ব্রুবে (কি আর বলিব)?

অনুবাদ। আমার সমান পাপী এবং আমার সমান অপরাধীও আর কেহ নাই। হে পুরুষোত্তম! কি আর বলিব,—আমার দোষ ক্ষমা কর,—তোমার চরণে এইরূপ প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে। ১০।

পরিহার—চরণে নিবেদন বা প্রার্থনা-জ্ঞাপন।

এই শ্লোকটী শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি; পরে যখন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুনামক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তখন এই শ্লোকটী সেই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

১৮০। ১৭৮-১৯৩ পয়ার মহাপ্রভুর প্রতি রূপ-সনাতনের উক্তি।

পতিত-পাবনহেতু—সংসারকূপে পতিত জনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত। **আমা বহি**—আমাব্যতীত। আমার তুল্য পতিত অধম ব্যক্তি জগতে আর কেহ নাই।

১৮১। তোমরা জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ; কিন্তু আমাদিগ অপেক্ষা জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করা সহজ; (ইহার কারণ পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে)।

১৮২-৮৩। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার কার্য্যে প্রভুর তত শ্রম হয় নাই কেন, তাহা বলিতেছেন।

প্রথমতঃ **ব্রাহ্মণজাতি তারা**—জগাই-মাধাই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহারা ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় স্বভাবতঃই নির্ম্মল—শ্রীকৃষ্ণের বসতিযোগ্য। "সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয়॥ ২।১৫।২৬৮।" তাই জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু রূপ-সনাতনও তো জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করাই বা শক্ত হইবে কেন? এ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, **নবদ্বীপে ঘর**—পুণ্যভূমি নবদ্বীপে, যেখানে তোমার আবির্ভাব হইয়াছে, সেই নবদ্বীপে তাঁহাদের গৃহ; নবদ্বীপের রজের স্পর্শে তাঁহাদের দুষ্কৃতি অনেক পরিমাণে লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের (রূপ-সনাতনের) সেই সৌভাগ্য নাই। **নীচসেবা**—নীচ বা হেয় যে সেবা; চিত্তের হেয়তাসম্পাদক কর্ম্ম। **নীচের**—ম্লেচ্ছের। **কূর্পর**—দাস; ভৃত্য। যাহার দাসত্ব করা হয়, তাহার ন্যায় প্রকৃতি হইয়া যায় বলিয়া ম্লেচ্ছের দাসত্বকে দূষণীয় বলা হইয়াছে। শ্রীরূপ-সনাতন বলিতেছেন—আমরা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করি; তাহাতে চিত্তের হেয়তাসম্পাদক কাজ করিতে হয়; কিন্তু জগাই-মাধাইকে এরূপ কোনও অপকার্য্য করিতে হয় নাই; তাই তাঁহাদের চিত্ত আমাদের চিত্তের ন্যায়

তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥ ১৮৪
জগাই-মাধাই হৈতে কোটি-কোটি গুণে।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জনে॥ ১৮৫
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম॥ ১৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কলুষিতও হয় নাই। এজন্য তাঁহাদের উদ্ধার অপেক্ষাকৃত সহজ। **পাপাচার**—পাপজনক আচরণ। **দহে**—দগ্ধ হয়; দূরীভূত হয়। **নামাভাস**—নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নামের উচ্চারণকে নামাভাস বলে। অজামিলের পুত্রের নাম ছিল নারায়ণ; তিনি তাঁহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া যখন "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখন বৈকুণ্ঠেশ্বর-নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলেও তাঁহার "নামাভাস" উচ্চারণ হইল; বৈকুণ্ঠেশ্বর-নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "নারায়ণ" বলিলে "নাম" উচ্চারণ হইত। নামের কথা তো দূরে, নামাভাসেও পাপরাশি দূরীভূত হয়। (ভূমিকায় "নামমাহাত্ম্য" দ্রষ্টব্য)।

১৮৪। জগাই-মাধাই নামাভাসের উচ্চারণ নয়, তোমার নামেরই উচ্চারণ করিয়াছেন; তোমার নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তোমার নামোচ্চারণ করিয়াছেন; তাহাতেই পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহা ভগবন্নামের বস্তুগত-শক্তি; বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেনা; হাত পুড়িবে—ইহা না জানিয়াও যদি আগুনে হাত দেওয়া যায়, তাহা হইলেও যেমন হাত পুড়িয়া যায়—তদ্রূপ, নামের শক্তি না জানিয়াও, হেলায়-শ্রদ্ধায়ও যদি ভগবন্নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলেও নাম তাহার ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। (ভূমিকায় নাম-মাহাত্ম্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

১৮৬। ম্লেচ্ছজাতি—ম্লেচ্ছের ন্যায় হীনকর্ম্ম করি বলিয়া ম্লেচ্ছজাতির তুল্য। ইহা শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি; বস্তুতঃ ব্রাহ্মণবংশেই তাঁহাদের জন্ম। বৈষ্ণবতোষণীর শেষে তাঁহাদের পরিচয়-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :— "জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ। তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণ-প্রেষ্ঠা স্ত্রয়ো জজ্ঞিরে॥ আদি শ্রীলসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ। শ্রীমদ্‌বল্লভনামধেয়বলিতঃ॥—মুকুন্দ হইতে দ্বিজবর কুমারনামক পুত্র জন্মে; কুমারের পুত্রগণের মধ্যে মহামান্য-বৈষ্ণবগণের প্রিয় তিনজন ছিলেন; প্রথম সনাতন, দ্বিতীয় শ্রীরূপ এবং তৃতীয় শ্রীবল্লভ।" কেহ কেহ বলেন—হুসেন সাহের অধীনে চাকুরী করার সময়ে তাঁহারা ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছিলেন; তাহাও সঙ্গত নহে। মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করার পরে অসুস্থতার ছল করিয়া শ্রীসনাতন যখন কার্য্যস্থলে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, তখন বাদসাহ চিকিৎসক পাঠাইয়া জানিলেন যে, সনাতনের বাস্তবিক কোনও অসুখ নাই। তখন বাদসাহ নিজেই একদিন সনাতনের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—আসিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত সনাতন শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনা করিতেছেন। "ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ-ত্রিশ লঞা। ভাগবত-বিচার করে সভাতে বসিয়া॥ ২।১৯।১৬॥" হুসেনসাহের সময়ে হিন্দুদের সামাজিক বন্ধন এতই কঠোর ছিল যে, ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধিরায়ের মুখে হুসেন সাহ তাঁহার গাড়ুর জল দেওয়াতেই ব্রাহ্মণসমাজ—ব্রাহ্মণসমাজ কেন, সমগ্র হিন্দুসমাজ—সুবুদ্ধিরায়কে বর্জ্জন করিল। এরূপ সময়ে, রূপ-সনাতন যদি মুসলমান হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে বিশ-ত্রিশ জন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ যে সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনা করিতেন—ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইতঃপূর্ব্বে, রামকেলিতে প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসার পরে—"দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল। বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥ কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ। ২।১৯।৩-৪॥" তাঁহারা যদি মুসলমান হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে দুইজন ব্রাহ্মণ যে তাঁহাদিগের পুরশ্চরণ করাইতে সম্মত হইবেন, তাহাও বিশ্বাস করা যায় না। দীক্ষার পরেই পুরশ্চরণ; কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণের কথা হইতেই বুঝা যায়—পূর্ব্বেই কৃষ্ণমন্ত্রে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিলে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাও গ্রহণ করিতেন না, কেহ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিতও না। "ম্লেচ্ছজাতি" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "ম্লেচ্ছ মধ্যে" পাঠ দৃষ্ট হয়। **ম্লেচ্ছকর্ম্ম**—ম্লেচ্ছের অনুরূপ কর্ম্ম। ম্লেচ্ছ

মোর কর্ম্ম মোর হাথে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥ ১৮৭
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা-বিনে॥ ১৮৮
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল।
পতিতপাবন-নাম তবে সে সফল॥ ১৮৯
সত্য এক বাত কহোঁ—শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥ ১৯০
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড দেখুক্ তোমার দয়া-বল॥ ১৯১

তথাহি যানমুমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৫০)—
ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়িনীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ॥১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন মৃষেতি।। হে নাথ অগ্রত স্তবসাক্ষাতে মে মম একং বিজ্ঞাপনং নিবেদনং শৃণু অবধানং কুরু পরমার্থং বাস্তবং যথার্থং মৃষা মিথ্যা ন এব ইতি ভবতি। যদি মে মহ্যং ন দয়িষ্যসে দয়াং ন করিষ্যসি তদা তব দয়নীয়ঃ দয়াযোগ্যপাত্রং দুর্ল্লভঃ ভবিষ্যতি। মৎসমহীনো জগতি নাস্তীতি ভাবঃ। শ্লোকমালা॥ ১১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হুসেন-সাহ অনেক সময়ে গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতার হিংসনরূপ কার্য্য করিতেন; মন্ত্রীরূপে রূপ-সনাতনকে সে সমস্ত কার্য্যের সহায়তা করিতে হইত। এজন্যই বলিতেছেন—তাঁহারা ম্লেচ্ছের অনুরূপ কর্ম্ম করিতেন। **গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে**—গো এবং ব্রাহ্মণের শত্রুতাচরণ করে যাহারা, সেই যবনদের সঙ্গে। **সঙ্গম**—সহবাস; কার্য্যোপলক্ষ্যে একত্রে স্থিতি।

১৮৭। পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত কার্য্যে তাঁহারা কেন নিযুক্ত হইলেন, তাহার কারণ বলিতেছেন। তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলেই এরূপ কার্য্যে তাঁহাদিগকে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। **মোর কর্ম্ম**—আমার (আমাদের) প্রারব্ধ কর্ম্ম, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম নানা ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। **কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে**—কুবিষয় (ভগবদ্‌ভক্তির প্রতিকূল বিষয়)-রূপ বিষ্ঠার গর্ত্তে। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতার চরমে। **হাথে গলায়** ইত্যাদি—হাতে, পায়ে, গলায় একত্রে বাঁধিয়া যদি কাহাকেও গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে যেমন সে ব্যক্তি কোনও মতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে না—হাত-পা বাঁধা থাকার দরুণ কোনও কিছু অবলম্বন করিয়া পতন নিবারণ করিতে পারে না, গলা-বাঁধা থাকার দরুণ চীৎকারাদি দ্বারা অন্যের সাহায্যও প্রার্থনা করিতে পারে না—তদ্রূপ, কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম যখন কাহাকেও কোনও দিকে লইয়া যায়, তখন সেই কর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি তাহার থাকে না, অপরের সাহায্যে আত্মরক্ষার সুযোগও সে পায় না। মর্ম্ম এই যে—প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে।

১৮৮। **বলী**—বলবান্; শক্তিশালী। আমি (আমরা) অত্যন্ত পতিত; তুমি পতিত-পাবন। একমাত্র তুমি ব্যতীত, আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। আছ সবে একমাত্র তুমি।

১৯০। **বাত**—বাক্য, কথা। **কহোঁ**—বলি।

১৯১। **স্বদয়া**—নিজের দয়া। **সফল**—ফলবতী। **অখিল ব্রহ্মাণ্ড**—সমস্ত পৃথিবী। **দয়াবল**—দয়ার মাহাত্ম্য।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অগ্রতঃ (হে নাথ! তোমার সাক্ষাতে) মে (আমার) একং বিজ্ঞাপনং (এক নিবেদন) শৃণু (শ্রবণ কর); [ইদং] (ইহা—এই নিবেদন) পরমার্থং (যথার্থ—সত্য) এব (ই), ন মৃষা (মিথ্যা নহে); যদি মে (যদি আমাকে) ন দয়িষ্যসে (দয়া না কর) তদা (তাহা হইলে) তব (তোমার) দয়নীয়ঃ (দয়ার পাত্র) দুর্ল্লভঃ (দুর্ল্লভ হইবে—অন্য কাহাকেও পাইবে না)।

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥ ১৯২
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে।
তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে ॥ ১৯৩

তথাহি যামুনমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৪৬)—
ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং-
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥ ১২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুচরন্ পরিচরন্ নিরন্তরঃ সর্ব্বকালঃ। প্রশান্তং নিঃশেষেণ মনোরথান্তরং ত্বদ্ভিন্নবিষয়বাসনা যস্য সঃ। সোঽহমতিদীনঃ। চক্রবর্ত্তী ॥ ১২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। হে নাথ! তোমার সাক্ষাতে আমার একটী নিবেদন আছে, শ্রবণ কর—ইহা মিথ্যা নহে, যথার্থই। (কি সেই নিবেদন? তাহা এই—) যদি তুমি আমাকে দয়া না কর, তবে তোমার দয়ার পাত্র দুর্ল্লভ হইবে। ১১।

ন মৃষা—মিথ্যা নহে; কপটতাময় নহে; আমি যাহা নিবেদন করিতেছি—আমার তুল্য দয়ার পাত্র যে আর কেহ নাই—ইহা আমার মিথ্যা বা কপট উক্তি নহে। **দুর্ল্লভ**—পতিত ব্যক্তিই দয়ার পাত্র; যে যত বেশী পতিত, সে তত বেশী দয়ার পাত্র। আমার ছায় পতিত এ জগতে আর কেহ নাই; কাজেই আমাকে যদি দয়া না কর, তাহা হইলে তোমার দয়ার যোগ্য পাত্র আর কোথাও পাইবে না।

১৯২। **ক্ষোভ**—বাধা। অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া বলিতে বাধা হইতেছে। **গুণে**—দীনবৎসলতা-গুণে তুমি পতিতপাবন—এই গুণে। **উপজয়**—জন্মে।

১৯৩। **করে**—হাতে। **এই বাঞ্ছা**—পরের শ্লোকে উক্ত তোমার সেবার বাসনা।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। [হে নাথ] (হে নাথ)! অহং (আমি) কদা (কখন—কোন্ দিন) তে (তোমার)—ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ (ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্কর) সন্ (হইয়া) সনাথজীবিতং (সনাথ-জীবনকে) প্রহর্ষয়িষ্যামি (আনন্দিত করিব)? [কিং কুর্ব্বন্] (কিরূপে জীবনকে আনন্দিত করিব)? ভবন্তং (তোমাকে) এব (ই) নিরন্তরং (নিরন্তর—সর্ব্বদা) অনুচরন্ (অনুসরণ করিয়া—সেবা করিয়া), প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ সন্ (অন্যবাসনা সম্যক্‌রূপে প্রশমিত করিয়া)।

অনুবাদ। হে নাথ! (তোমার সেবাবাসনাব্যতীত) অন্য সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হইয়া তোমার সেবা করিতে করিতে কবে আমি আমার সনাথ-জীবনকে আনন্দিত করিব? ১২।

ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ—নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সেবা করে, তাহাকে নিত্যকিঙ্কর বলে; কিঙ্কর—দাস। এরূপ সেবাই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া যে মনে করে—অন্য কোনও বিষয়েই যাহার মন ধাবিত হয় না, তাহাকে বলে ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্কর। কিঙ্কর-শব্দের অর্থ দাস হইলেও ইহার একটা বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। "কিং করোমি, কিং করোমি—প্রভুর প্রীতি-সম্পাদনের জন্য আমি কি করিব, কি করিব, কি করিতে পারি। কি করিলে তাঁহার সুখ হইতে পারে"—এইরূপ একটা সেবা-ব্যাকুলতা সর্ব্বদা যে সেবকের মনে জাগে, তাহাকেই কিঙ্কর বলা যায়। এই ব্যাকুলতাদ্বারা সেবকের স্বসুখ-বাসনাহীনতাও সূচিত হইতেছে। **সনাথজীবিতং**—নাথযুক্ত জীবনকে। তোমার কিঙ্করত্বের অভাবে, তোমার সেবা না পাইয়া আমার জীবিত (জীবন) এখন অনাথ হইয়া আছে; তোমার চরণ সেবা পাইলে—সুতরাং তোমাকে পাইলে আমার জীবিত (জীবন) সনাথ (নাথযুক্ত) হইবে; তখন সে জীবিতকে "সনাথ-জীবিত" বলা যাইবে। **প্রহর্ষয়িষ্যামি**—প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত (বা আনন্দিত) করিব। প্রভুকে পাইলে জীবন সনাথ হইতে পারে; কিন্তু কিরূপে এই জীবনকে আনন্দময় করা যায়? তাহাই বলিতেছেন। ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্কর হইয়া—ঐকান্তিকভাবে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রভুর সেবা করিয়াই জীবনকে আনন্দযুক্ত করা

শুনি প্রভু কহে—শুন রূপ-দবীর খাস !
তুমি-দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥ ১৯৪
আজি হৈতে দোঁহার নাম—রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ১৯৫
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেইপত্রী-দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥ ১৯৬

তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রী-দ্বারে।
তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক পাঠাইল তোমারে ॥ ১৯৭

তথাহি শিক্ষাশ্লোকঃ—
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১৩॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পরেতি। পরব্যসনিনী পরপুরুষসঙ্গিনী নারী কুলবধূঃ গৃহকর্ম্মসু রন্ধনভোজনাদিষু ব্যগ্রা অপি মহাব্যস্তাপি অন্তর্নবসঙ্গরসায়নং পরকীয়সঙ্গমরসং তদেব নিশ্চয়ং আস্বাদয়তি নির্য্যাসাস্বাদনং করোতি। তদ্বদ্ভগবতি মানসং যাজনীয়মিতি ধ্বনিতম্। চক্রবর্ত্তী ॥ ১৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যায়—সেবার অভাবে যে জীবন দুঃখভারাক্রান্ত ছিল, তাহাকে আনন্দময় করা যায় ঐকান্তিকী ভগবৎ-সেবা দ্বারা। কিন্তু এরূপ সেবা পাওয়া যায় কি হইলে? তাহা বলিতেছেন **প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ**—মনোরথ—বাসনা। মনোরথান্তর—অন্যবাসনা; ভগবৎসেবার বাসনা-ব্যতীত অন্যবাসনা। কিঞ্চিন্মাত্রও শেষ বা অবশিষ্ট নাই যাহার, তাহাকে বলে নিঃশেষ। ভগবৎ-সেবার বাসনাব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা নিঃশেষে প্রশান্ত (প্রশমিত, দূরীভূত) হইয়াছে যাহার, তাহাকে বলে প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তর। ভগবৎ-সেবার বাসনাব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনাই যাঁহার দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই শ্রীভগবানের ঐকান্তিকী সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারেন। শ্রীরূপসনাতন এই শ্লোকোচ্চারণ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে এইরূপ সেবাই প্রার্থনা করিলেন। ১৯৩ পয়ারোক্ত "বাঞ্ছা" এই শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে।

১৭৮ পয়ার হইতে এই শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীরূপসনাতনের উক্তি।

১৯৪। শুনি—রূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি শুনিয়া। **রূপ-দবীরখাস**—দবীরখাস উপাধিযুক্ত শ্রীরূপ। **তুমি-দুই-ভাই**—তোমরা দুই ভাই, রূপ ও সনাতন। **মোর পুরাতন দাস**—আমার প্রাচীন ভৃত্য। ব্রজলীলায় শ্রীরূপগোস্বামী ছিলেন শ্রীরূপমঞ্জরী এবং শ্রীসনাতন-গোস্বামী ছিলেন শ্রীরতিমঞ্জরী বা শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী; ইঁহারা প্রভুর নিত্যপরিকর; তাই পুরাতন দাস বলা হইয়াছে।

১৯৫। শ্রীরূপের বাদসাহ-দত্ত উপাধি ছিল দবীরখাস; আর শ্রীসনাতনের বাদসাহদত্ত উপাধি ছিল সাকর-মল্লিক। প্রভু সেই দিন হইতে তাঁহাদের উপাধি ছাড়াইয়া দিলেন। উপাধি-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উপাধির অনুরূপ রাজকর্ম্ম পরিত্যাগও সূচিত হইতেছে।

১৯৬। দৈন্যপত্রী—দৈন্যসূচকপত্র। এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রভুর রামকেলিতে আগমনের পূর্ব্বেই নিজেদের দৈন্য ও দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে অনেকবার অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন; সেই সমস্ত পত্র পড়িয়া প্রভু তাঁহাদের চিত্তের অবস্থা—ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত তাঁহাদের বলবতী বাসনার কথা—জানিতে পারিয়াছিলেন।

১৯৭। হৃদয়-ইচ্ছা—অন্তরের বাসনা। **পত্রীদ্বারে**—লিখিত পত্রের দ্বারা। **শিক্ষাইতে**—শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। **শ্লোক**—নিম্নোক্ত "পরব্যসনিনী" শ্লোক।

রাজকর্ম্মে থাকিয়াও কিরূপে ভগবৎ-সেবায় মনকে নিয়োজিত রাখা যায়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীরূপ-সনাতনের নিকটে প্রভু এই শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। পরব্যসনিনী (পরপুরুষে আসক্তা) নারী (কুলরমণী) গৃহকর্ম্মসু (গৃহকর্ম্মে)

গৌড়-নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন ॥ ১৯৮
এই মোর মনের কথা কেহো নাহি জানে।
সভে বোলে— কেনে আইলা রামকেলিগ্রামে? ১৯৯
ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ ২০০
জন্মে জন্মে তুমি-দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার ॥ ২০১
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুইহাথে।
দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজমাথে ॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যাগ্রা অপি (মহাব্যস্ত থাকিয়াও) অন্তঃ (মনে মনে) তদেব (সেই—পূর্ব্বাস্বাদিত) নবসঙ্গরসায়নং (পরপুরুষের সহিত নবসঙ্গমের রস) আস্বাদয়তি (আস্বাদন করে)।

অনুবাদ। পরপুরুষে আসক্তা কুলরমণী বহুবিধ গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও পূর্ব্বাস্বাদিত-পরপুরুষের সহিত সেই নবসঙ্গমসুখ মনে মনে আস্বাদন করে। ১৩।

কুলটারমণীকেও গৃহকর্ম্ম করিতে হয়; কিন্তু নানাবিধ গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা কালেও সেই রমণী—হাতে ঘর-সংসারের সমস্ত কাজই করে, অন্যের সহিত কথাবার্ত্তাও বলে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকে তাহার উপপতির নিকটে; মনে মনে সে সর্ব্বদাই উপপতির সহিত সঙ্গম-সুখের কথা—বিশেষতঃ তাহাদের সর্ব্বপ্রথম দিনকার সঙ্গম-সুখের চমৎকারিতার কথা—চিন্তা করিয়া থাকে এবং এরূপ চিন্তা দ্বারা—সঙ্গমসুখটী আস্বদিত না হইলেও, সঙ্গমসুখের সারাংশ যে আনন্দ-চমৎকারিতা, তাহা সে সর্ব্বদা—গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকা কালেও—আস্বাদন করিয়া থাকে। তদ্রূপ, যাঁহাদের সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাঁহারা সংসারের কাজ করিতে করিতেও মনে মনে শ্রীভগবানের সেবাসুখ আস্বাদন করিতে পারেন। হাতে কাজ করিবে, মনে মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলাদি স্মরণ করিবে, লীলারসের আস্বাদন করিবে। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

ঐকান্তিক-ভাবে ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত যাঁহাদের চিত্তে বলবতী বাসনা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের জন্য এই উপদেশ নহে; সংসারের কাজে তাঁহারা কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারেন না; তাঁহাদের মনোবৃত্তি গঙ্গাধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই ভগবচ্চরণে নিবিষ্ট। যাঁহাদের চিত্তে ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বাসনা জন্মিয়াছে, অথচ তখন পর্য্যন্ত সংসারের প্রতি মমতাও যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের প্রতিই এই শ্লোকের উপদেশ। সম্ভব হইলে সংসারের কাজের সময়েও, আর তখন সম্ভব না হইলে কাজের অবকাশে সর্ব্বদাই মনকে ভগবচ্চরণে টানিয়া লইবে, ভগবল্লীলাদি স্মরণের চেষ্টা করিবে; এইরূপ করিতে করিতে সংসারাসক্তি কমিয়া যাইবে, সাংসারিক কাজের মোহ কাটিয়া যাইবে—ক্রমশঃ ভগবৎকৃপায় ঐকান্তিকী সেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারা যাইবে।

শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীভগবানের নিত্য-পরিকর হইলেও, সাংসারিক মোহ স্বরূপতঃ তাঁহাদের না থাকিলেও জগতের লোকের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীভগবানেরই ইঙ্গিতে তাঁহারা সংসারাসক্ত লোকের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া পরম-করুণ মহাপ্রভু সাংসারিক লোকের ভজনের ক্রম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এই শ্লোকে জীবের শিক্ষার নিমিত্ত প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা রাজকর্ম্ম করিতেছ কর—কিন্তু মনটীকে সর্ব্বদা ভগবচ্চরণে ফেলিয়া রাখার চেষ্টা করিবে।"

১৯৮। গৌড়-নিকট—বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়ের নিকটে, রামকেলি গ্রামে। প্রভু বলিলেন—"কেবল তোমাদিগকে দেখিবার উদ্দেশ্যেই আমার এইস্থানে আসা; নতুবা অন্য কোনও প্রয়োজন ছিল না।"

২০১। অচিরাতে—শীঘ্রই। **করিব উদ্ধার**—রাজকার্য্য হইতে, সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার করিবেন। কৃষ্ণকৃপায় শীঘ্রই তোমরা ঐকান্তিকভাবে ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য পাইবে।

২০২। শিরে ধরে ইত্যাদি—মাথায় হাত দিয়া প্রভু তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন বা শক্তিসঞ্চার করিলেন।

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে—।
সভে কৃপা করি উদ্ধারহ দুইজনে ॥ ২০৩
দুইজনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
'হরিহরি' বোলে সভে আনন্দিত মনে ॥ ২০৪
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ॥ ২০৫
সভার চরণ ধরি পড়ে দুইভাই।
সভে বোলে—ধন্য তুমি, পাইলে গোসাঞি ॥২০৬
সভা-পাশ আজ্ঞা লঞা চলন-সময়।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়—॥ ২০৭
ইহাঁ-হৈতে চল প্রভু ! ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ ২০৮
তথাপি যবন জাতি, না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সঙ্ঘট্ট—ভাল নহে রীতি ॥ ২০৯
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটী।
বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পরিপাটী ॥ ২১০
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিকলীলা—লোকচেষ্টাময় ॥ ২১১
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ ২১২
প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা ॥ ২১৩
সেইরাত্র্যে প্রভু তাহাঁ চিন্তে মনে মন—।
'সঙ্গে সঙ্ঘট্ট ভাল নহে'—কৈল সনাতন ॥ ২১৪
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব, হবে রসভঙ্গে ॥ ২১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৩। প্রভু সমস্ত ভক্তগণকে বলিলেন—"তোমরা সকলে কৃপা করিয়া এই দুইজনকে উদ্ধার কর।" ইহা রূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর অপার কৃপার পরিচায়ক।

২০৪। **দুইজনে**—দুইজনের প্রতি ; রূপ ও সনাতনের প্রতি।

২০৬। **পাইলে গোসাঞি**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে পাইলে, তাঁহার কৃপা পাইলে।

২০৯। **তথাপি**—গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ তোমাকে অত্যন্ত ভক্তি করিলেও। **প্রতীতি**—বিশ্বাস। যবনগণ স্বভাবতঃই হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ; কোনও কারণে এখন তোমার প্রতি যবনরাজার শ্রদ্ধা থাকিলেও যবন-স্বভাববশতঃ কোনও সময়ে যে হঠাৎ এই শ্রদ্ধা বিদ্বেষে পরিণত হইবে না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তাই তাঁহার এই ভক্তিতেও তোমার নির্ব্বিঘ্নতায় বিশ্বাস করা যায় না। **সঙ্ঘট্ট**—লোকের ভিড়। এত বহুসংখ্যক লোক লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া সঙ্গত নহে।

২১১। শ্রীচৈতন্য স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কাহারও নিকট হইতে তাঁহার ভয়ের কোনও কারণ নাই। ইহা জানিয়াও যবনের অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র রামকেলি গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন কেন ? "যদ্যপি" এই পয়ারে ইহার কারণ বলিতেছেন। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইলেও মানুষের ন্যায় লীলা করিতেছেন, এবং মানুষের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং যে যে কারণে মানুষের ভয় জন্মে, সেই সেই কারণ উপস্থিত হইলে তিনিও ভয়ের অভিনয় করিয়া থাকেন। তাঁহাতে প্রীতিযুক্ত লোকগণ প্রীতির স্বভাবে তখন বস্তুতঃই আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়েন।

২১২। **চরণ বন্দি**—প্রভুর এবং তত্রত্য সমস্ত ভক্তের চরণ বন্দনা করিয়া। **সেই গ্রাম**—রামকেলি গ্রাম।

২১৩। **কৃষ্ণচরিত্রলীলা**—জনশ্রুতি আছে, দিনাজপুরে বাণরাজার বাড়ী ছিল ; বাণরাজার কন্যা উষার হরণকালে শ্রীকৃষ্ণ ঐস্থানে অবস্থিতি করেন। এই সকল চিহ্ন কিছু কিছু বর্ত্তমান ছিল, প্রভু তাহা দর্শন করিলেন। ঐ স্থানের আধুনিক নাম কানাইর নাটশালা। (ইতি ভাগবতভূষণ)।

"কৃষ্ণচরিত্রলীলা" স্থলে কৃষ্ণচিত্রলীলা-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২১৫। **মথুরা**—মথুরামণ্ডলে, বৃন্দাবনে। **রসভঙ্গে**—আনন্দভঙ্গ। লোকের কোলাহলাদিতে চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যাইবে না।

একাকী যাইব—কিবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥ ২১৬
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
'নীলাচলে যাব' বলি চলিলা গৌরহরি॥ ২১৭
এইমত চলিচলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে॥ ২১৮
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাতদিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার॥ ২১৯
তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে—॥ ২২০
জন-দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে॥ ২২১
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-দামোদর।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥ ২২২
দিনকথো তাঁহা রহি চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাইয়া চলিলা রাত্র্যে, না জানে কোনজন ২২৩
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা মহারঙ্গে॥ ২২৪
দিন-চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন॥ ২২৫
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরা-বাহির॥ ২২৬
গঙ্গাতীর-পথে লৈয়া প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ আসি প্রভুকে তাহাঁই মিলিলা॥ ২২৭
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম-আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা॥ ২২৮
শ্রীরূপের শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন॥ ২২৯
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন।
দুইমাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ॥ ২৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১৮। **আচার্য্যের ঘরে**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে।

২২০। **তাঁর ঠাঞি**—শ্রীশচীদেবীর নিকটে। **ভক্তগণে**—প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার নিমিত্ত যে সমস্ত ভক্ত চলিয়াছিলেন, বিনয়-বচনে তিনি তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিলেন। পাছে তাঁহাদের মনে দুঃখ হয়, এজন্য বিনয়-বচন।

২২১। প্রভু ভক্তগণকে বিনীতভাবে বলিলেন—"মাত্র জন'দুয়েক লোক সঙ্গে লইয়া আমি এখন নীলাচলে যাইব। তোমরা সকলে এখন দেশে থাক; রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে যাইয়া আমার সহিত মিলিত হইও।"

শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর-আদি যাঁহারা নীলাচল হইতেই প্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গেই আবার নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে যাঁহারা প্রভুর সঙ্গ লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই তিনি দেশে থাকিবার জন্য আদেশ দিলেন; তাঁদের মধ্যে মাত্র জন দুইকে প্রভু সঙ্গে করিয়া নিলেন।

২২২। বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য এবং দামোদর-পণ্ডিত এই দুইজনকে সঙ্গে লইয়া প্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলেন।

২২৩। **দিন কথো**—কিছুদিন। বিজয়া দশমীর দিন প্রভু বৃন্দাবনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গৌড়ে যাত্রা করিয়াছিলেন; সেইবার পরবর্ত্তী রথযাত্রার পূর্ব্বেই তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন এবং পরবর্ত্তী শরৎকালে তিনি ঝাড়িখণ্ডের পথে পুনরায় বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। **লুকাইয়া**—সঙ্গে অনেক লোক যাইতে উদ্যত হইবে বলিয়া প্রভু রাত্রিতে লুকাইয়া যাত্রা করিলেন।

২২৪। বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের ভৃত্য এক ব্রাহ্মণও সঙ্গে গিয়াছিলেন। **ঝারিখণ্ড পথে**—বনপথে।

২২৫। **দ্বাদশ কানন**—ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত বারটী বন; তাহাদের নাম যথা—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) কাম্যবন, (৫) বহুলাবন, (৬) ভদ্রবন, (৭) খদিরবন, (৮) মহাবন, (৯) লোহজঙ্ঘবন, (১০) বেলবন, (১১) ভাণ্ডীরবন, (১২) বৃন্দাবন।

২২৬। **লীলাস্থল**—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল। **বলভদ্র**—সঙ্গী বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য। **মথুরাবাহির**—মথুরা-মণ্ডল হইতে বাহিরে।

মথুরা পাঠাল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥ ২৩১
ছয়বৎসর ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি-উতি, কভু ক্ষেত্রে বাস ॥ ২৩২
(আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্ত্তন-বিলাস।
জগন্নাথ দরশনে প্রেমের বিলাস) ॥ ২৩৩
মধ্যলীলার করিল এই সূত্রের গণন।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ! ॥ ২৩৪
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা।
আঠার বর্ষ তাহাঁ বাস, কাহাঁ নাহি গেলা ॥ ২৩৫
প্রতিবর্ষ আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥ ২৩৬
নিরন্তর নৃত্য-গীত-কীর্ত্তন-বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥ ২৩৭
পণ্ডিত গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥ ২৩৮
জগদানন্দ ভগবান্ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপদামোদর ॥ ২৩৯
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দরায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এইসব কৈল নিত্যস্থিতি ॥ ২৪০
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস ॥ ২৪১
প্রতিবর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁহাসভা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ ২৪২
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি—অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥ ২৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩১। **সন্ন্যাসীরে কৃপা করি**—প্রকাশানন্দ-সরস্বতীপ্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা কয়িয়া, প্রেমভক্তি দান করিয়া।

২৩২। **ছয়বৎসর**—সন্ন্যাস-গ্রহণের পরের প্রথম ছয় বৎসর। **ইতি-উতি**—এদিকে ওদিকে। **ক্ষেত্রে**—শ্রীক্ষেত্রে।

২৩৩। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

২৩৪। ২৩৩ পয়ার পর্য্যন্ত মধ্যলীলার (সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরের লীলার) সূত্র বর্ণনা করিয়া এক্ষণে অন্ত্যলীলার (শেষ আঠার বৎসরের লীলার) সূত্র বর্ণনা করিতেছেন। মধ্যলীলা বর্ণন করিতে যাইয়া কবিরাজগোস্বামী অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণন করিতেছেন কেন ? যখন এই গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, অন্ত্যলীলা সম্যক্ বর্ণন করার অবকাশ তিনি পাইবেন কিনা, সেই বিষয়েই সন্দেহ ছিল। তাই তিনি মধ্যলীলার মধ্যেই অন্ত্যলীলার সূত্র কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। "এই অন্ত্যলীলাসার, সূত্রমধ্যে বিস্তার, করি কিছু করিল বর্ণন। ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে, এই লীলা ভক্তগণধন ॥ ২।২।৮০ ॥"

২৩৬। **চারিমাস**—রথযাত্রার পরে চারিমাস ; উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত।

২৩৭। **আচণ্ডালে**—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে ; অস্পৃশ্য চণ্ডালকে পর্য্যন্ত।

২৩৮। **পণ্ডিত গোসাঞি**—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

২৪০। ২৩৮-২৪০ পয়ারোক্ত ভক্তগণ সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন।

২৪১-৪২। এই দুই পয়ারোক্ত ভক্তগণ সর্ব্বদা নীলাচলে বাস করিতেন না ; রথের সময় আসিতেন, চারিমাস প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া দেশে চলিয়া যাইতেন। **সঙ্গে রহে**—প্রভুর সঙ্গে থাকেন।

২৪৩। **হরিদাসের**—হরিদাস-ঠাকুরের। **সিদ্ধিপ্রাপ্তি**—সাধনের ফলপ্রাপ্তির নাম সিদ্ধিপ্রাপ্তি ; যথাবিহিত সাধনার পর ইহলোক হইতে নিজের অভীষ্ট ভগবদ্ধামে গমনপূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদত্ব-প্রাপ্তিকেই সাধকভক্তের **সিদ্ধিপ্রাপ্তি** বলে। হরিদাস ঠাকুর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে (দেহত্যাগ করিলে) শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। যদি বল দেহত্যাগ করিলেত মৃত্যু হইল, সুতরাং ইহা একটী দুঃখের বিষয় ; ইহাতে

তবে রূপগোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁর হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তিসঞ্চারণ ॥ ২৪৪
তবে ছোট-হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥ ২৪৫
তবে সনাতন-গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২৪৬
তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হাথে প্রভুর অদ্ভুত-ভোজন ॥ ২৪৭
নিত্যানন্দসঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইল গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ ২৪৮
তবে ত বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥ ২৪৯
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল—কহি তাঁর গুণে ॥ ২৫০
গোপীনাথপট্টনায়ক—রামানন্দ-ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল— প্রভু হৈল ত্রাতা ॥ ২৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহোৎসব করা হইল কেন? উত্তর—হরিদাস-ঠাকুরের ছায় ভক্তের দেহত্যাগ মৃত্যু নয়, ইহা সিদ্ধিপ্রাপ্তি; শ্রীভগবানের পার্ষদত্বলাভ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সাধন করিয়াছিলেন; দেহত্যাগ করিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিয়া তিনি ভগবৎ-পার্ষদ হইলেন, এই বিবেচনা করিয়াই তাঁহার বন্ধুবর্গ মহানন্দে মহোৎসব করিয়াছিলেন। অন্ত্যলীলার ১১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৪৪। **তবে** ইত্যাদি—যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, হরিদাস-ঠাকুরের সিদ্ধিপ্রাপ্তির পরেই শ্রীরূপগোস্বামী নীলাচলে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার পরেই শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়াছিলেন এবং তখন তিনি হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতেন। **পুনরাগমন**—নীলাচলে পুনরাগমন নয়; কারণ, শ্রীরূপ যে একাধিকবার নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এস্থলে পুনরাগমন অর্থ—প্রভুর নিকটে পুনরাগমন; একবার তিনি প্রভুর নিকটে গিয়াছিলেন প্রয়াগে; পুনরায় নীলাচলে। এস্থলে যে ক্রমে অন্ত্যলীলার ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক ক্রম নয়। গ্রন্থকারের লীলাবেশ-বশতঃই সম্ভবতঃ এইরূপ হইয়াছে।

২৪৫। মাধবী-দাসীর নিকট হইতে চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া ছোট-হরিদাসকে প্রভু বর্জ্জন করিয়াছিলেন (অন্ত্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এক ব্রাহ্মণীর পুত্রকে স্নেহ করিতেন বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দামোদর-পণ্ডিত বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন (অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২৪৬। **পুনরাগমন**—শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রভুর নিকটে পুনরায় আগমন। **পরীক্ষণ**—শ্রীপাদ-সনাতন যখন নীলাচলে, তখন যমেশ্বর-টোটায় একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নে প্রভুর ভিক্ষার নিমন্ত্রণ ছিল; প্রভু সনাতনকেও সেস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের নিকটের রাস্তাই সোজা; কিন্তু শ্রীসনাতন নিজেকে অপবিত্র মনে করিতেন বলিয়া সোজা পথে না যাইয়া সমুদ্রের ধার দিয়া গিয়াছিলেন; তাহাতে তপ্ত বালুতে তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল (অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

এস্থলে ঘটনার ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ সনাতন যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর প্রকট ছিলেন; শ্রীপাদ সনাতন তখন হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতেন (অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। তাঁহার একাধিকবার নীলাচলে আসার প্রমাণও নাই। এস্থলেও পুনরাগমন অর্থ—প্রভুর নিকটে পুনরাগমন; একবার কাশীতে, পুনরায় নীলাচলে।

২৪৭। **অদ্বৈতের হাতে**—অদ্বৈতের স্বহস্তের রান্নায়।

২৪৮। **তাঁরে**—শ্রীনিত্যানন্দেরে।

২৪৯। **বল্লভভট্ট**—অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইলা।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা ॥ ২৫২
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন।
চৌদ্দ-ভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥ ২৫৩
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥ ২৫৪
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥ ২৫৫
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধবচনে—।
কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে ? ॥ ২৫৬
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সভাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সভে নাশাবে ভুবন ? ? ২৫৭
দশদিকের কোটি-কোটি লোক হেনকালে।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি করে কোলাহলে—২৫৮
জয়জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্র-কুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥ ২৫৯
বহুদূর হৈতে আইলাঙ হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু ! করহ কৃতার্থ ॥ ২৬০
শুনিয়া লোকের দৈন্য, আর্দ্র হৈল হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময় ॥ ২৬১
বাহু তুলি বোলে প্রভু 'বোল হরিহরি'।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিগ্ ভরি ॥ ২৬২
প্রভু দেখি প্রেমে লোকের আনন্দিত মন।
প্রভুরে 'ঈশ্বর' বলি করয়ে স্তবন ॥ ২৬৩
স্তব শুনি প্রভুরে কহয়ে শ্রীনিবাস—।
ঘরে গুপ্ত হও, কেনে বাহিরে প্রকাশ ? ২৬৪
কে শিখাইল এ লোকে, কহে কোন্ বাত ?
ইহা সভার মুখ ঢাক দিয়া নিজহাথ ॥ ২৬৫
সূর্য্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥ ২৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫৩। **ঘাটাইলা**—কমাইলা। **অর্দ্ধেক রাখিলা**—পূর্ব্বে যাহা গ্রহণ করিতেন, তাহার অর্দ্ধেকমাত্র গ্রহণ করিতেন।

২৫৪। **মনুষ্যের বেশ ধরি**—চৌদ্দভুবনের সমস্ত জীবগণ মানুষের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিত।

২৫৬। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতেছেন শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণই ভক্তদের কীর্ত্তন করা উচিত ; তাহা না করিয়া তোমরা ইহা কি করিতেছ ?"

২৫৭। প্রভু আরও বলিলেন,—"তোমরা সকলে এরূপ উদ্ধত হইয়াছ কেন ? মহাজনের আচরিত এবং শাস্ত্রবিহিত পন্থা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ মনের মত কাজ করিলে যে জনসাধারণের বিশেষ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা—তাহা কি তোমরা জান না ? কেন এরূপ আচরণ করিয়া জগতের সর্ব্বনাশ করিতেছ ?"

২৫৮-৬০। প্রভু এইরূপ বলিতেছেন, ঠিক এমন সময়ে অসংখ্য লোক একই সঙ্গে "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার" ইত্যাদি বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠিল। **হঞা বড় আর্ত্ত**—অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া।

২৬৪। **ঘরে গুপ্ত হও**—ঘরের লোক-আমাদের নিকটে আত্মগোপন করিতে চাও ; আমরা তোমার নাম-গুণ কীর্ত্তন করিলে রুষ্ট হও। **কেনে বাহিরে প্রকাশ**—বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতেছ কেন ? এই যে বাহিরের সহস্র সহস্র লোক তোমার নাম-গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, তাহাদিগকে কে ইহা শিখাইল ? **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাসপণ্ডিত।

২৬৫। **কোন্ বাত**—কোন্ কথা ; ইহা কি তোমার গুণকীর্ত্তন নয় ? **মুখ ঢাক**—প্রভুকে শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভো, আমরা তোমার গুণকীর্ত্তন করাতে আমাদিগকে নিষেধ কর।"

২৬৬। শ্রীবাস বলিলেন—"প্রভু ! তোমার আচরণ বুঝিতে পারিতেছি না। সূর্য্য উদিত হইলে তাহাকে

প্রভু কহেন—শ্রীনিবাস ! ছাড় বিড়ম্বনা।
সভে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥ ২৬৭
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টিদান।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥ ২৬৮
রঘুনাথদাস নিত্যানন্দপাশে গেলা।
চিড়া দধি-মহোৎসব তাহাই করিলা ॥ ২৬৯
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে ॥ ২৭০
ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয়-বৎসর ॥ ২৭১
এই ত কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ।
অন্ত্যলীলার সূত্রের করি বিস্তার বর্ণন ॥ ২৭২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-
সূত্রবর্ণনংনাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোপন করা যেমন অসম্ভব, তোমার আবির্ভাবের পরে তোমাকে গোপন করাও তেমনি অসম্ভব। অথচ তুমি তবুও আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছ।”

২৬৮। **অভ্যন্তরে গেলা**—গম্ভীরার ভিতরে গেলেন। **কাম**—মনের অভিলাষ।

২৬৯। শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন পানিহাটীতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীলরঘুনাথ দাস তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন; সেখানে প্রভুর আদেশে তিনি চিড়ামহোৎসব করিয়াছিলেন।

২৭০। **তাঁর আজ্ঞা**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ। **প্রভুর চরণে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে। **স্বরূপের স্থানে**—স্বরূপদামোদরের নিকটে। **তাঁরে সমর্পিল**—রঘুনাথদাসকে সমর্পণ করিলেন।

২৭১। **ব্রহ্মানন্দভারতী**—ইনি চর্ম্মাম্বর পরিয়া নীলাচলে গিয়াছিলেন; প্রভু তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইয়া কাপড়ের কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইয়াছিলেন। **চর্ম্মাম্বর**—চর্ম্মরূপ অম্বর (বস্ত্র); চামড়ার বহির্ব্বাস। **ছয়বৎসর**—শেষ আঠার বৎসরের প্রথম ছয়বৎসর।

২৭২। **মধ্যলীলার সূত্রগণ**—সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরের লীলাই মধ্যলীলা। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩৩ পয়ারেই এই মধ্যলীলার সূত্রবর্ণন শেষ হইয়াছে। ২৩৫ পয়ার হইতে অন্ত্যলীলার (সন্ন্যাসের শেষ আঠার বৎসরের লীলার) সূত্রবর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। ২৩৫-৭১ পয়ারে এই আঠার বৎসরের প্রথম ছয় বৎসরের লীলার সূত্রমাত্র বলা হইয়াছে; সুতরাং এই পয়ারে “মধ্যলীলার সূত্রগণ” বলার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না—সম্ভবতঃ সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসর ও শেষ বার বৎসরের মধ্যবর্ত্তী ছয় বৎসরের লীলার সূত্রই এস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। **অন্ত্যলীলার**—অন্ত্যলীলার অন্তর্গত শেষ বার বৎসরের লীলার। **করি বিস্তার বর্ণন**—পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শেষ বার বৎসরের তু'একটী লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই পয়ারস্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়,—“আদি দ্বাদশ বৎসরের এই সূত্রগণ। শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিস্তার বর্ণন।” ইহার অর্থ অতি-পরিষ্কার। **আদি দ্বাদশ**—সন্ন্যাসের পর হইতে প্রথম বার বৎসর। বস্তুতঃ প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার প্রথম বারবৎসরের লীলার সূত্রই বর্ণন করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শেষ বার বৎসরের লীলাসূত্র বর্ণন করিয়াছেন। এই পাঠান্তরই সঙ্গত মনে হয়।